Peace tv

জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৩৪

মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা

মূল

ডা. জাকির নায়েক

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা

মূল
ডা. জাকির নায়েক

সংকলনে
একেএম নাঈমুল ইসলাম
প্রধান সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা

ডা. জাকির নায়িক

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

ফোন : ৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : নভেম্বর - ২০১২ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ৫০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

প্রকাশকের কথা

বর্তমান বিশ্বের সর্বজন সমাদৃত ইসলামী চিন্তাবিদ, সমকালীন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আলোচক ডা. জাকির নায়েক। সারা বিশ্বের মতো বাংলাভাষাভাষী শ্রোতা/পাঠকদের নিকটও ডা. জাকির নায়েক একটি পরিচিত নাম। **মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা শীর্ষক লেকচারটি খ্রিস্টান ধর্মযাজক** ফাদার মায়রান প্যারেইরা, হিন্দু ধর্ম বিশেষজ্ঞ ডা. বাসুদেব বিয়াস, তাসলিমা নাসরিনের লজ্জা বইটির মারাঠি ভাষায় অনুবাদক অশোক মারাঠি এবং ডা. জাকির নায়েকের বিতর্ক।

তাদের উপস্থাপিত লেকচার, মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা' নামে বাংলা অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করতে পেরে আল্লাহ তাআলার দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি– আলহামদুলিল্লাহ। বইটির অনুবাদে আমি আক্ষরিক অর্থের চেয়ে ভাবার্থের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি– যাতে মূল রচয়িতা পাঠকের সামনে যে ভাবটি প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন– তা উপলব্ধি করা সহজতর হয়। তবে শাব্দিক অর্থকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করি নি।

বক্ষমান লেকচারে অন্যান্য বক্তা মৌলবাদকে মুক্তচিন্তার অন্তরায় প্রমাণে সচেষ্ট হলেও ডা. জাকির নায়েক এখানে প্রমাণ করেছেন- ধর্মীয় মৌলবাদ মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তাকে কখনই বাধা দেয় না।

বর্তমান বিশ্বে অমুসলিরা মুসলিম মৌলবাদকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চাইলেও ডা. জাকির নায়েক এখানে প্রমাণ করেছেন মৌলবাদ শুধু মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং এটা সর্বব্যাপী। আশা করি বইটি পড়ে পাঠক মৌলবাদ ও মুক্তচিন্তার বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

অনুবাদ কর্ম আসলেই কঠিন একটি কাজ। *তারপরও বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণের নিকট ডা. জাকির নায়েকের লেকচার তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।* আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে কোথাও যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সহৃদয় পাঠকমহলের পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করার প্রত্যয় করছি। পরিশেষে, আমার এ প্রচেষ্টা পাঠকদের কোন উপকারে আসলে নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করবো। আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন। –আমীন।

সূচিপত্র

ধর্মীয় মৌলবাদ কি মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তাকে বাধা দেয়?

মি. অশোক শাহানী

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ধর্মীয় মৌলবাদ কি মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তাকে বাধা দেয়?

পরিচালক : মি. গঙ্গাধর

পরিচালকের বক্তব্য

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুরুতেই আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। যদিও এখন আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি, অনেক উন্নত হয়েছি; তারপরও এর পাশাপাশি ধর্মীয় মৌলবাদ আমাদের চারপাশে বেড়ে উঠছে। কয়েকদিন আগেও ভারতের বোম্বেতে (মুম্বাই) ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা কি করতে পারে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তারা একটি কার্টুন এক্সিবিশনে গিয়ে ভাংচুর করেছে, যা অলরেডি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তারপরও মৌলবাদীরা এক্সিবিশনে ভাংচুর করেছে।

বাংলাদেশের লেখিকা তাসলিমা নাসরিন 'লজ্জা' নামে একটি বই লিখেছেন; আর এজন্য সেখানকার মৌলবাদীরা তাকে মেরেই ফেলতে চাচ্ছে। আমেরিকায় খ্রিস্টান মৌলবাদীরা বোমা মেরে অ্যাবরোশন ক্লিনিকগুলো উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। তবে এই মৌলবাদের ব্যাপারে ইরান হলো সকলের সেরা। মৌলবাদের দিক দিয়ে ইরান অন্যান্য যে কোনো দেশের তুলনায় সবার উপরে। ইরানের লোকজন ফুটবল খেলার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী খুবই পাগল। তারা ফুটবল খেলাকে খুবই পছন্দ করে। তারা ফুটবল বিশ্বকাপের খেলাগুলো সরাসরি টেলিকাস্ট করছে; তবে ইরানের দর্শকরা কোনো একটি ক্যামেরা ট্রায়ালের কারণে মাঠের সবাইকে পুরোপুরি জামা কাপড় পড়া অবস্থায় অবলোকন করছে।

মাঠে খেলোয়ার এবং দর্শকরা যে যে পোশাকেই থাকুক না কেন, যত সংক্ষিপ্ত পোশাকই তারা ব্যবহার করুক না কেন, ইরানের দর্শকরা তাদেরকে সে অবস্থায় না দেখে বরং পুরোপুরি পোশাকে দেখছে। খালি গায়ে কোনো পুরুষ বা শর্টস পড়া কোনো মেয়ে তারা দেখছে না। তারা দেখছে যে সবাই পুরোপুরি জামা কাপড় পরা অবস্থায় আছে। যদি সেই সময়ে আমেরিকায় শীতকাল চলছে, সেখানে তাপমাত্রা ৩০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তথা গরম কাল। অর্থাৎ ইরান চায় না তার দেশের মানুষ কোনো পুরুষ বা নারীকে হিজাব ছাড়া দেখুক।

এ ধরণের ধর্মীয় মৌলবাদ যে কোনো ধরণের মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করে। আর এই মৌলবাদীদের সাথে কারো মতের অমিল হলে তারা তাকে

শারীরীকভাবে আক্রমণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তারা তাদের মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিরোধী মতের লোকদেরকে শেষ করে দিতে চায়।

আজকে আমাদের মাঝে ৪ জন বক্তা রয়েছেন। আজকের আলোচনায় প্রত্যেক বক্তা এ বিষয়ের ওপর ১৫ মিনিট করে বক্তব্য রাখবেন। চতুর্থ বক্তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে শুরু হবে শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। দর্শকরা তখন বক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন, যা হবে আজকের আলোচিত বিষয়ের ওপর এবং তা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে হবে। ভারতের সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করে না; বরং তারা ইন্টারেস্টিং গল্প চায়। আশা করি এখানে তেমন কিছু হবে না এবং আপনারা সকলেই আজকের অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন।

আলোচক পরিচিতি

আজকে যারা আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন তারা হলেন-

১. ফাদার মায়রান প্যারেইরা। (গ্রাচুয়েট রিলিজিয়াস অর্ডিনেট এর একজন ধর্মযাজক। তিনি একজন কমিউনিকেশন টিচার। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় ভুল ধারণা সম্পর্কে তিনি অন্যান্য লেখকদের সাথে দুইটি অনুষ্ঠান তৈরি করেছেন। তার একটি হচ্ছে-পার্ট ইন টু অ্যান্ড হোল্ডিং ফ্রম এবং অপরটি হচ্ছে- জীবন কথা নামক একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

২. ডা. বাসুদেব বিয়াস। তিনি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বোম্বের (মুম্বাই) পোদ্দার কলেজে হিন্দি আয়ুর্বেদের ওপর একজন গবেষক ও প্রফেসর। ড. বিয়াস হিন্দু ধর্মের ওপর একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি আজকে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

৩. ডা. জাকির নায়েক। তিনি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামক একটি অর্গানাইজেশনের জেনারেল সেক্রেটারি। ডা. নায়েক কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের ছাত্র। বলা হয়েছে যে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্সসহ তথ্যবহুল আলোচনায় পারদর্শী। যেমন ভগবত গীতা এবং উপনিষদ।

৪. অশোক মারাঠি। তিনি বহুল আলোচিত নারীবাদী লেখিকা তসলীমা নাসরিনের লজ্জা বইটি মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

অর্থাৎ আমাদের আজকের আলোচনায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের ৪ জন বক্তা রয়েছেন। আশাকরি অনুষ্ঠানটা যথেষ্ট উপভোগ্য হবে।

প্রথমেই আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন ফাদার প্যারেইরা। আজকের বিষয় মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা।

ফাদার মায়রান প্যারেইরা

মৌলবাদ ও মুক্তচিন্তা

ধন্যবাদ মি. গঙ্গাধর। প্রিয় বন্ধুরা, এখানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে- "ধর্মীয় মৌলবাদ কি মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তাকে বাধা দেয়?"বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকেই দ্রুত এর উত্তরে বলবেন- হ্যাঁ। এর পরে আর বলার কিছুই থাকে না। কিন্তু এখানেই আলোচনা শেষ করে দিলে অনেকেই ভুল বুঝতে পারে। কারণ, আমার মতে এখানে আসলে বেশ কিছু জিনিস আমাদের বুঝা প্রয়োজন। আমাদের বুঝতে হবে যে, কেন এই বিংশ শতাব্দিতে এসেও আমরা ধর্মীয় মৌলবাদ নিয়ে আলোচনা করছি।

ভেবেছিলাম আমাদের সামনের দিনগুলো হবে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যুগ। আর এখানে সবাই ভালো থাকবে। তবে কেন আবার ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদ খবরের কাগজের হেড লাইন হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি? আমরা ভেবেছিলাম ধর্মীয় মৌলবাদ অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে সত্যি বলতে পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই মৌলবাদ নিয়ে একটি ব্যাপার আছে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়- মুসলিম মৌলবাদ।

আর তারা বাংলাদেশে তসলিমা নাসরিনের ওপর কীভাবে আক্রমণ করছে। তারপর যদি পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন বা অন্য মুসলিম দেশের দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে সেখানেও একই অবস্থা দেখতে পাবেন। এছাড়া হিন্দু মৌলবাদী আছে, খ্রিস্টান মৌলবাদী আছে, ইহুদীদের মধ্যেও অনেক মৌলবাদী রয়েছে। কয়েদিন পরে হয়তো বৌদ্ধ মৌলবাদীও দেখা যাবে।

আমরা অবশ্য শিখ মৌলবাদীও দেখি; তবে ধর্মীয় দিকটার পাশাপাশি এর একটি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। আমার মতে আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করাটা অনেক প্রাসঙ্গিক হবে। আমি আজকে এখানে খ্রিস্টান মৌলবাদ নিয়ে খুব একটা কথা বলবো না। যদিও আমাদের কো-অর্ডিনেটর স্বাগত বক্তব্যে খ্রিস্টান মৌলবাদের কথা বলেছেন; তবে এই দেশে সেটা তেমন কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নয়। আর সেটা আমেরিকায় হলেও সেটা বেশি গুরুতর কোনো কিছু নয়।

একজন মৌলবাদী যেভাবে তার চিন্তাকে পরিচালিত করে

একজন মৌলবাদী কীভাবে তার চিন্তা-ভাবনাকে পরিচালিত করে। প্রথমে আমি এই ব্যাপারটা নিয়েই এখানে কয়েকটা কথা বলবো। কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে দ্বিতীয় সেশনে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন।

Fundamentalism বা মৌলবাদ মানে কোনো ধর্মের প্রাচীন রীতিগুলো যথাযথ মেনে চলা। তাহলে মৌলবাদ হলো কোনো ধর্মের রীতিগুলো পঙ্খানুপঙ্খভাবে পালন করা। এটা আছে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে। উদাহরণস্বরূপ,ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাই হচ্ছে মৌলবাদের মূল কথা। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলবাদী হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আর এই ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ধার্মিক লোককে মৌলবাদী হতেই হবে এমন শর্ত কিন্তু কোথায়ও নেই। কারণ, প্রায়ই দেখা যায় যে সেক্যুলার লোকজন মাঝে মাঝে কোনো লোককে উদ্দেশ্য করে বলে যে, "আপনি তো খুব ধার্মিক লোক!" তাহলে এখানে কিন্তু বলা যায় যে, আপনি মৌলবাদী। তা কিন্তু ঠিক নয়। আমাকে এভাবে কেউ ধার্মিক বললেও আমি আমার নিজের সম্পর্কে বলবো- "আমি কিন্তু মৌলবাদী নই।" আর এই কথাটা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বৌদ্ধ ধর্মে কিছু উদার নীতি আর কিছু রক্ষণশীল নীতি রয়েছে। এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রত্যেক ধর্মের মানুষকেই কিছু স্বাধীনতা দেওয়া এবং তাদের নিকট থেকে সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার অধিকার রয়েছে এটা ঠিক।

প্রত্যেক ধর্মের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, সেখানে কিছু লোক অত্যাচারিত হয়েছে আর কিছু লোক অত্যাচার করেছে। আবার দেখা যায় যে, অনেক মানুষ তাদের ধর্ম পরিবর্তন করেছে, কারণ তা হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। তাহলে ধর্মের মধ্যে উদার নীতি ট্যাডিশন হতে পারে।

ধর্মগ্রন্থের সহজ ও সঠিক ব্যাখ্যা

আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন মতামত পেশ করা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। সেখানে নির্ভয়ে সবাই সবার মতামত তুলে ধরবে। আর সেখানে একজনের মতের সাথে অন্যজনের মতের মিল নাও হতে পারে। অর্থাৎ মতামতটা আলাদা আলাদা হতে পারে। এছাড়া আরো অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমাদের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ধর্মগন্থের ব্যাখ্যা। সবার আগে আমাদেরকে ধর্মগ্রন্থের সহজ ও সঠিক ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপর আলোচনার মাধ্যমে সকলের মতামত পেশ করা উচিত। এখানে অনেক রকম মত থাকতে

পারে। হতে পারে সেটা একটা ধর্মের বা অনেকগুলো ধর্মের। যেমন মনে করুন, খ্রিস্টান মৌলবাদ।

মি. গঙ্গাধর বলেছিলেন- "এই মৌলবাদীরা অ্যাবরোশন করার বিপক্ষে।" টেলিভিশনে লেকচার দেন এরকম অনেক ধর্ম যাজকও মৌলবাদী। মাঝে মাঝে শ্রীলংকা অথবা আমেরিকার টিভি চ্যানেলে এ রকম খবর দেখা যায় যে, সেখানকার মৌলবাদীরা অ্যাবরোশন ক্লিনিকগুলোতে বোমা মেরেছে। কারণ, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, অ্যাবরোশন মানে একটা জীবনকে হত্যা করা। তাদের মতে একটা জীবনকে হত্যা করাই হচ্ছে অ্যাবরোশন। এটাই তাদের যুক্তি, আর এ কারণেই তারা অ্যাবরোশন ক্লিনিকে বোমা মারে। এ রকম ক্ষেত্রে অবশ্য আলোচনার কিছু থাকে না। তবে আলোচনা করলে সবার জন্যই ভালো। ধর্মগ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন মতকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকলেই কেবল মৌলবাদ ঠেকানো সম্ভব।

এই মৌলবাদ জন্ম নেয় কোনো একটা ধর্ম মনোভাবাপন্ন সমাজ থেকে। এখানে আমি এই ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলছি- এ রকম ধর্মীয় সমাজ মনে করে, ইশ্বরই একমাত্র শাসক আর পৃথিবীর সবাইকে ইশ্বরের আইন মেনে চলতে হবে। এজন্য এ ধরণের ধর্মীয় সমাজ মানুষের তৈরি করা কোনো আইন মানে না। সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা শুধু ইশ্বরের আইন মানে। আর ইশ্বরের আইন তারা পেয়েছে ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে। এ রকম ধর্মীয় সমাজ বা সরকার এটাকেই আইন মানে, এর জন্য তারা কোনো আলোচনা করতে চায় না। এটা মেনে না নিলে ভুলটা আপনার, আমার কোনো ভুল হয়নি; আমি পুরোপুরি সঠিক এই ব্যাপারে।

খ্রিস্টানরা ধর্মের দোহাই দিয়ে অত্যাচার করেছে

আর আনুমানিক ১৭শ' সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এমনকি ইউরোপের দেশগুলোতেও এরকম ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন সরকার বা সমাজের অস্তিত্ব ছিল। এ সময় অনেক খ্রিস্টান সরকার ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। তাদের আইন-কানুন যারা মেনে চলতো না, তাদেরকে বের করে অত্যাচার করা হতো। আপনারা অনেকেই হয়তো ডাইনি শিকারের কথা শুনেছেন। এখনকার সময়ে আমরা জানি, ভিন্নমতের কাউকে বের করে শাস্তি দেওয়াটা ছিল ডাইনি শিকার।

১৬শ' শতকের শুরুতে জার্মানিতে এই ভয়ংকর উইসান্ট বা ডাইনি শিকার শুরু হয়েছিল। সেই সময় হাজার হাজার মহিলাকে শুধু ডাইনি বলে সন্দেহ করে চাবুক

মেরে ফেলা হয়েছে, কখনও তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এ ব্যাপারে লোকজন তাদের প্রতি সন্দেহ করতো যে, তারা শয়তানের স্ত্রী।

আপনারা গ্যালিলিওর নাম শুনেছেন। চার্চ তাকে বলেছিল, তুমি যদি তোমার নতুন বৈজ্ঞানিক মত তথা পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে একথা প্রচার করো তাহলে তোমাকে বন্দি করে রাখা হবে।

এগুলোই হলো- ধর্মীয় সমাজ আর সরকারের ইতিহাস।

বর্তমানে বেশিরভাগ দেশ ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন নয়। অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হয়। তবে কিছু দেশ আবারো সেই রকম ধর্মীয় সমাজে ফিরে যেতে চাচ্ছে। এব্যাপারে একটু পরেই উল্লেখ করছি।

তাহলে ধর্মীয় সমাজে আইন আসে ধর্মগ্রন্থ থেকে। কিছু কিছু দেশগুলোতে এটা করা হয় যুক্তি দিয়ে। এখানে বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে কিছুই বলা হয় না। বিজ্ঞানের কোনো গুরুত্ব নেই; আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাসটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিশ্বাস না থাকলে আপনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

দ্বিতীয় যে কথা বলবো তা হলো- এই সমাজে আইন যার হাতে সেটা অবস্থানের কারণে হয়; গণতান্ত্রিক উপায়ে হয় না। আর কোনো সেক্যুলার দেশে বা সেক্যুলার সমাজে প্রতিনিধি বেছে নিচ্ছেন । মাঝে মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বা চিন্তা ভাবনা ভুল হতে পারে; তবে অন্তত পক্ষে আপনার বেছে নেওয়ার একটা সুযোগ থাকে। সেখানে গণতান্ত্রিক উপায়েই নির্বাচন হয়।

আপনারা জানেন ধর্মীয় সমাজে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়; এটা অবস্থানগত। সাধারণত এখানে ধর্মীয়ভাবে অভিজাত কেউ সিদ্ধান্ত নেয়। মধ্যযুগে ধর্মযাজকরা সিদ্ধান্ত নিতেন। অনেক ইসলামী দেশ বা সমাজে ওলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নেন। আর আমাদের এই ভারতেও আমরা দেখি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় নেতারাও কোনো কোনো সিদ্ধান্ত মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। এখানে নেতৃত্ব নিয়ে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা হয়। তা হলে বুঝতেই পারছেন, মৌলবাদের দিকে যখন এগুবেন তখন ধর্মীয় নেতারা এগিয়ে এসে সব কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলবে।

আমি আপনাদেরকে একটি ধর্মীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মীয় সমাজে মৌলবাদের সম্পর্কের কথা আলোচনা করলাম। তাহলে মৌলবাদ মানে কঠোরভাবে ধর্মগ্রন্থের রীতিনীতিগুলো পালন করা। ধর্মীয় নেতারা ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন।

মৌলবাদ সেক্যুলারিজমের ব্যর্থতা

সব শেষে আমি আরো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো। বর্তমানে মৌলবাদ জিনিসটাকে আমরা সবাই ক্ষতিকর বিষয় বলেই মনে করি। কারণ আমরা এখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি। আমি আপনাদের বলবো, এটা আসলে বিজ্ঞানের একটা চরম ব্যর্থতা, সেক্যুলারিজমের ব্যর্থতা। আমরা দেখি যে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশের যে অবস্থা তা হচ্ছে- সে সব দেশের সরকার দুর্নীতি পরায়ন। অন্য কথায় তারা একটা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অন্যদিকে সেক্যুলার দেশগুলো ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করেছে, ধর্মের অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। আর এই সেক্যুলার দেশগুলোর কয়েকটাতে, যেগুলোতে মানব রচিত কোনো মতবাদ যেমন কমিউনিজম রয়েছে সেখানে ধর্ম পালন করাটা নিষিদ্ধ, তাই সেখানে আপনি ধর্ম পালন করতে পারবেন না। যদি সেখানে ধর্ম পালন করেন তাহলে সমাজ আপনাকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেবে।

তাহলে ব্যাপারটা হলো এই, যে জিনিসটাকে আমরা বাদ দিতে চেয়েছি সেটা আবার পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে। এছাড়াও আপনারা অনেকেই হয়তো মানবেন যে, অনেক মানুষের বিশেষ করে মুসলিম ও পশ্চিমা বিশ্বের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে।

কয়েক বছর সালমান রুশদির একটা বই (দি স্যাটানিক ভার্সেস) নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। সেই বইতে ইসলামকে ছোট করা হয়েছিল। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের কতজন মানুষ আসলে সালমান রুশদীর মানসিকতার। অনেক সাধারণ মুসলিম এটাকে খুব অপমানজনক হিসেবে গ্রহণ করেছে। (তারা এটা মুসলিম জাতির ওপর পশ্চিমা বিশ্বের একটি আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করেছে।)

এসব ব্যাপারে আসলে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। বিশেষ করে আমার এ ব্যাপারে তেমন কোনো ধারণা নেই। সালমান রুশদী অবশ্য তার অহংকার আর দম্ভ দিয়ে অনেক মানুষকে আহত করেছে। তবে এই ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে হবে যে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক মানুষ, হতে পারে তারা মুসলিম, হতে পারে বৌদ্ধ বা হিন্দু; তারা পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোকে বলে এগুলো খ্রিস্টান দেশ।

আসলে কিন্তু সেগুলো খ্রিস্টান দেশ নয়। এখন তারা অনেকটাই সেক্যুলার, অনেকে নাস্তিক; তারা সব ধর্মকেই ঘৃণা করে। এই কারণে অনেক ধর্মীয় নেতারা বলেন যে, এমন সমাজের নিকট থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। তাদের ছেলে-মেয়েরা ড্রাগ নিচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। তাই বলছি, নতুন প্রজন্ম আবার ধর্মে ফিরে আসবে, ইসলামে ফিরে আসবে, হিন্দু ধর্মে ফিরে আসবে, খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে আসবে,বাইবেলের কাছে ফিরে আসবে। আর এই

কারণেই আপনারা দেখবেন, মৌলবাদ অনেক জায়গায়ই আজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায় এবং আফ্রিকায়।

এখনকার দিনে মিশরে যারা মৌলবাদী তারা কিন্তু কৃষক নয় বা শ্রমিক নয়। যারা পশ্চিমা দেশগুলোতে গিয়েছিল ছাত্র হিসেবে, যারা ছাত্র তারাই কায়রোতে মৌলবাদী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে। এরকম আরো অনেক দেশে আছে। মৌলবাদ আমাদেরকে একটা সহজ সমাধান দেয়; এটা বলে এই নাস্তিকতাবাদ আবার ধর্মীয় সমাজে ফিরে যাবে। তবে এই সমাধান কোনো কাজের না। এটা হয়তো ২/৩শত বছর পূর্বে কাজে লাগতো কিন্তু এখন কার সমাজে এটা কোনো বাস্তবভিত্তিক সমাধান নয়। এখন আমরা একটা আধুনিক সমাজে বাস করি, আমরা বাস করি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যুগে।

মৌলবাদীদের লক্ষ্য

মৌলবাদীরা আমাদের একসাথে বেধে রাখতে চায়, নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, আর তারপর বলে- আমরা সবাই একই জিনিসে বিশ্বাস করি। আমাদের বিশ্বাসতো আলাদা হতে পারে। সকলের বিশ্বাস একই হতে হবে তার কোনো যুক্তি নেই। তাই আমরা এখন চাই একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার। আর এটা থাকলে ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচারা দিয়ে উঠতে পারবে না। এরকম অনেক দেশ আছে। সেদিন খবরের কাগজে পড়েছি- "তিউনিসিয়া এরকম একটি দেশ।

আরব দেশগুলো যেখানে ব্যর্থ, তিউনিসিয়া সেখানে মৌলবাদকে দমন করতে পেরেছে। (তিউনিসিয়ায় সম্প্রতি গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক বেন আলী সরকারের পতন হয়। এবং সেখানকার গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ভাল ফলাফল করায় তারা সরকার গঠন করে। উল্লেখিত বক্তব্যে ফাদার পেরেরা যা বলেছেন, তা স্বৈরশাসক বেন আলী সরকারের গণধিকৃত শাসন পরিচালনার ফল। –অনুবাদক) কারণ, সেই দেশের সরকার তাদের বাজেটের ২৫% খরচ করেছেন তাদের লেখাপড়ার পিছনে। আর এই কারণেই সেখানকার ধর্মীয় মৌলবাদ দমন করা সম্ভব হয়েছে। যদিও মৌলবাদী দলগুলো এখনও ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে, তারপরও গণতান্ত্রিক দলগুলো অনেক আশা করছে যে, তারা মৌলবাদ মুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে।

তাহলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। এতক্ষণ আসলে আমি আপনাদেরকে একটি সহজ-সরল আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে, মৌলবাদ কোথা থেকে শুরু হয়। বর্তমানে অনেক দেশেই মৌলবাদ আবার ফিরে এসেছে। তবে সদিচ্ছা থাকলে আমরা এটাকে দমন করতে পারি। ধন্যবাদ।

ড. বাসুদেব বিয়াস

ধর্ম ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে বাধা নয়

এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ আর আমার ভাই ও বোনেরা। আজকের এই আলোচনা ট্রপিকটা বেশ জটিল। এই ব্যাপারটা আপনাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে। আজকে এই আলোচনার মূল বিষয়টা হলো যে ধর্ম কি ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে বাধা দেয়?

এই প্রশ্নের উত্তর আমি এক কথায় বলবো না, বাধা দেয় না। আমার আগের বক্তা বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদ নিয়ে কিছু কথা বলেছেন। আর শুরুতেই পরিচালক বললেন, আর আমি তার সাথে একমত। এ ব্যাপারটা দ্বিতীয় সেশনে আলোচনা করা যাবে। আমার আগের বক্তা আপনাদেরকে যা বলেছেন আমি এখানে সনাতন বা বৈদিক ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছি।এখানে আমার ধর্মের প্রেক্ষাপটে অথবা অন্য যে কোন ধর্মের প্রেক্ষাপটে আমরা বলি যে, এই ফান্ডামেন্টালিজম অথবা মৌলবাদ এটা বলতে আসলে কি বুঝানো হয়? আগের বক্তা বললেন তারা কারো সাথে কথা বলতে চায়না কারো সাথে কোন রকম আলোচনা করতে চায়না। এখন সনাতন ধর্মের কথা যদি বলেন, আমরা মানি যে- ধর্মের কোন পরিবর্তন আসতে পারবে না; তবে আমি এটা কখনোই মানবোনা যে আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কারো সাথে কোন রকম আলোচনা করতে চাইনা অথবা অন্য কোন মতের বা দৃষ্টিভঙ্গির কাউকে মেনে নিতে পারিনা। এই দুইটা কথা মনে রাখবেন।

বর্তমান মৌলবাদের সূচনা

আমার মতে বর্তমান এই যে মৌলবাদ সমস্যা এটা শুরু হয়েছে তখন থেকে যে সময় কিছু নতুন ধর্মের প্রচার প্রাচীন কিছু ধর্মের অনুসারিদেরকে তাদের ধর্মে নিয়ে এসে প্রসারে চেষ্টা চালিয়েছে। এখান থেকেই আজকের এই মৌলবাদের সমস্যার উৎপত্তি। আমাদের এই সনাতন ধর্ম অনেক প্রাচীন একটা ধর্ম। আমরা কখনো চাইনা যে, কোন মানুষ ধর্ম পরিবর্তন করুক। আমরা ধর্ম পরিবর্তনের বিরোধী যে, কোনো ধর্ম পরিবর্তনের বিরোধী আমরা। কোনো হিন্দু যদি মুসলিম হয়ে যেতে চায় তখন আমাদের কষ্ট হয় ,আবার যদি কোন মুসলিম হিন্দু হতে চায় সেটাকেও আমরা ভুল বলি। আমরা যেটা মানি না সেটা আমাদের পছন্দ অপছন্দ নয় এই কথাটা আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বলি।

আমাদের পছন্দ বা অপছন্দ উপর নির্ভর করে আমরা বিচার করি না। শাস্ত্রের ব্যাখা দিতে গিয়ে যদি আমাদের কোন ভুল হয় সেটা মেনে নিতে আমরা সব

সময় প্রস্তুত আছি। আমরা এই শাস্ত্র বংশানুক্রমে মেনে চলেছি। বিরোধী পক্ষকে আমরা সব সময় আমন্ত্রণ করেছি, তারাই আমাদের আগে বিচার করেছে। আমাদের ধর্মে পূর্ব পক্ষ আর উত্তর পক্ষ বলে একটা ব্যাপার আছে । আমাদের ধর্মে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর ইংরেজী অনুবাদ হয় না।

টেকনিকাল কিছু শব্দ আছে । এগুলো আছে সংস্কৃতি আর এই শব্দগুলোর সঠিক ইংরেজী অনুবাদ হয় না। অনেকে চেষ্টা করেছেন তবে সত্য বলতে এই সংস্কৃতিক ভাষা সঠিক ইংরেজী অনুবাদ করা সম্ভব হয় না। কাছা কাছি যেতে পারে কিন্তু হুবহু এক রকম হবে না। কারণ এই শব্দগুলোর অর্থ কোন শব্দকোষে পাওয়া যায়না; ডিকশনারি পড়লেই সব অর্থ জানা যায়না । সেই শব্দটার আরো কিছু অনুভুতি থাকে, সেগুলো মিলেই শব্দর একটা অর্থ তৈরী হয়। আমাদের সেগুলো দেখতে হবে যেমন ধরুন, ধর্মের ইংরেজী লেজের সেটা কিন্তু পুরুপুরি ঠিক না; তবে আমরা সেটা ব্যবহার করি।

তবে যাই হোক, আমাদের সনাতন ধর্মের একটা নিয়ম আছে যেটা হলো আমরা পূর্ব পক্ষ আর উত্তর পক্ষ দেখি। সংকারাচার্য্য যখন নাস্তিক্যবাদ কে সমর্থন করা শুরু করলেন, তিনি এমন জোরালো সমর্থন করলেন যে, অনেক নাস্তিক্যবাদী তখন স্বীকার করলেন যে, শঙ্কাচার্য্যের মতো এতো প্রবল সমর্থন আমাদের কোনো নাস্তিক্যবাদী করেন নি।

আমরা ব্যাপারটা এভাবে দেখি যে, পূর্ব পক্ষ যতোটা শক্তিশালী হবে উত্তর পক্ষ ততোটা শক্তিশালী হবে। পূর্ব পক্ষ যদি দুর্বল থাকে তাহলে উত্তর পক্ষও দুর্বল থাকবে। তাই এই প্রর্থনা করি যে, যেন দুই পক্ষই শক্তিশালী হয়। আমরা বিরোধী পক্ষের ভাল চাই, তাই আপনি ধর্মের ভিতর অথবা ধর্মের বাইরে যে আলোচনা করতে চান কি না চান সেগুলো গুরুর্পূণ নয়।

ধর্মে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না

তিন নম্বর পয়েন্টে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে, ধর্মে কোনো পরিবর্তন করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে আমাদের উত্তর হলো– ধর্মে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ, পৃথিবীতে আমরা যেসব ধর্মের কথা জানি তারা সবাই এটা মানে যে, ধর্মের আচার-আচরণের ফলাফল পরোলোকে মিলবে। এই পৃথিবীতে যে আমরা ফল ভোগ করছি সেটা এই জীবন কর্মফল নাও হতে পারে; হয়তো এটা আগের কোন জীবনের ফল। এগুলোকে আমরা দৈব ঘটনা বলতে পারি আবার অলৌকিক ঘটনাও বলতে পারি। আমরা পূর্ব জনমের ফল এই জনমে ভোগ করি, আর এই জনমের পাপপূণ্যের ফল পরলোকে ভোগ করবো।

আমাদের যে সব বন্ধু পূণর্জন্ম মানে না তারা অন্তত পক্ষে এটা মানে যে, মৃত্যুর পরে সব শেষ হয়ে যায় না, মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মা ঠিকই টিকে থাকে। তারপর এমন একটা দিন আসবে, কেউ বলবে মহাপ্রলয়ের দিন, কেউ বলবে শেষ বিচারে দিন। এমন সময় এ রকম একটা দিন আসবে যেদিন ইশ্বর সবাইকে আবার জীবিত করে তুলবেন। তারপর তাদেরকে বলবেন, তোমরা এই কাজ করেছো সেই জন্য তোমরা এই ফল ভোগ করতে। তারা ব্যাপারটা এভাবে দেখে যে, পৃথিবীর জীবন মাত্র একটাই। এই জীবনে আমরা যে ভাল আর খারাপ কাজ করবো সেগুলোর ফলাফল হোক ভাল বা খারাপ সেটা পরলোকেই পাবো। তারপর অনন্ত কাল ধরে স্বর্গে বা নরকে থাকবো।

তাদের বিশ্বাস এই রকম। আমরা এটা মানি না; আমরা পূর্ব জনমে বিশ্বাস করি। তবে একটা দিক সমান, সেটা হলো- আমরা এই পৃথিবীতে যে কাজ করি তারপর পৃথিবীতে যে ফল ভোগ করি সেটা কিন্তু চূড়ান্ত বিচার নয়; আরো কিছু বিচার বাকি থেকে যায়। তার মানে আমরা পৃথিবীতে যা কিছু করি সেই জন্য একজনের কাছে জবাবদিহী করতে হবে, উত্তর দিতে হবে। এটা যে মানে না আসলে সে ধর্ম মানে না। কোনো ধর্মের অনুসারীরা ধর্ম মানলে সে আস্তিক আর ধর্ম না মানলে সে নাস্তিক।

হিন্দুশাস্ত্রে নাস্তিক আর আস্তিক

এখানে আমাদের শাস্ত্রে নাস্তিক আর আস্তিক সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা আপনাদের সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি। যে পরলোক বিশ্বাস করে পূর্ব জনমের কথাটা না হয় বাদ দিলাম, আমরা মারা যাওয়ার পরে আরেকটা জীবন আছে এইটুকু যে মানে ইশ্বরকে মানাটাও এখানে জরুরী নয়, আমাদের ধর্মে এমন অনেক দল আছে যারা ইশ্বরকে যথেষ্ট উপেক্ষা করে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না; তবে তারা কিন্তু কর্মের ফলের বিশ্বাস করে।

তাহলে পৃথিবীতে আমরা যে কাজগুলো করছি মৃত্যুর পরে এগুলোর জন্য জবাবদিহী করতে হবে, এটা যে মানে সে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ অন্য যে কোনো ধর্মের হোক সে ধার্মিক, সে আস্তিক; এটা আমরা মানতে প্রস্তুত। এখন আপনারাও যদি এটা মানেন তাহলে এখন আপনারাই বলুন, আমরা যে কাজগুলো করছি সেগুলোর ফলাফল কি হবে?

গণতন্ত্র ও মৌলবাদ

এই ব্যাপারটায় গণতন্ত্রের কথা বলতে পারেন, যেখানে যুক্তি দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতের উপর ভিত্তি করে নিয়ম-কানুন বানানো হয়। কিন্তু শেষ বিচারটা যদি অন্য কেউ করেন তখন আমাদের বানানো এই আইন, আমাদের এই আইনের সংশোধন, আমাদের বানানো বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সেগুলো পুরোপুরি সঠিক কিনা, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। এই আইন আমাদের কীভাবে রক্ষা করবে আপনারাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পৃথিবীতে কোন রাজা এটা করতে পারবে না তার এখন তো পুরো পৃথিবী জুড়ে গণন্ত্রতের জয় জয়কার চলছে গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে নজর দেওয়া হয় খুব ভাল কথা; কিন্তু তাদের কথা যে সবসময় ঠিক। ব্যাপারটা এভাবে বলা যায় না, আজকে অনেক লোক মানছে তাই এই নিয়মটা ভাল কাল হয়তো দেখা যাবে অনেকেই এটা মানতে চাইছেন না তাই সেটা খারাপ।

গণতন্ত্রের একটা বড় ব্যাপার হলো- যাকে শাসন করা হচ্ছে তার মতামতটাও নিতে হবে; সেই মতামতটা ভুল হতে পারে। তবে গণতন্ত্রের নিয়মে যাকে শাসন করা হয় তার মতামতের একটা গুরুত্ব আছে। আপনারা জনমতের কথা বলছেন তবে আমরা খুব ভাল করে জানি এই যে হাজার হাজার মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছে এদের মধ্যে খুব কমলোকই ঠিকমতো বুঝে-শুনে যোগ্যলোককে ভোট দেয়। একজন দার্শনিক একবার বলেছিলেন, "আমি তখনি গণতন্ত্রের কথা মানবো যেখানে একজন বুদ্ধিমান আর একজন বোকা রয়েছে তবে সেটা আমি মানবোনা যেখানে দুই জন বোকা। আর একজন বুদ্ধিমান থাকলে হয়তো কিছুই হবেনা কিন্তু দুইজন বোকা থাকলেতো তারা সব সময় ভুল সিদ্ধান্তই নেবে। তারপরও লোকজন এখন গণন্ত্রতের উপর ভরসা করে।

আপনারাই হয়তো ভাবছেন গণন্ত্রতো ছাড়া কোন উপায়ই নেই। আমি এখানে রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোচনা সমলোচনা করতে চাচ্ছিনা; তবে ধর্ম ছাড়া তো গণতন্ত্র টিকতে পারবে না। সরকার নিশ্চয়ই অপরাধীদের বলবে না যে, আসো তোমাদের সাথে আলোচনা করি কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ; তারপর তোমরা যা করতে বলবে আমরা ঠিক সেটাই করবো। একটি সরকারের একটা আইন আছে। আর তারা চায় সবাই যেন সেই আইন মেনে চলে। এখন ঈশ্বর যদি চান, আমরা সবাই জানি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এখন ঈশ্বর তার ধর্মগ্রন্থে কোনো পরিবর্তন মেনে নেবেন কি না এটা না জানা পর্যন্ত আমরা নিজেরা আমাদের ইচ্ছে মতো ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবো না।

আমরা প্রাচীন ধর্মের অনুসারীরা ধর্মে কোনো রকম পরিবর্তন করতে চাই না। আর অন্য ধর্মের অনুসারীরা যদি তারা ধর্মে পরিবর্তন না এনে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে থাকতো তাহলে হয়তো অনেক সমস্যা দেখা দিতো না। আমাদের মধ্যে কিছু প্রাচীন ধর্ম আছে- সনাতন ধর্ম, পারসি ধর্ম, ইহুদি ধর্ম; এসব কখনো অন্যদের ধর্মে বদলাইনি সেই জন্যে এই সব ধর্ম সবার কাছে নিরাপদ। পারসিরা এখন পর্যন্ত কোনো দেশ বা সমাজ দখল করেনি, সনাতনদের সাথে কারো এমন কোনো গোলযোগ বা ঝগড়া হয়নি। পরিস্থিটা এই রকম যখন কেউ আমাদের ধর্ম বদলাতে চেয়েছে তারা জবরদস্তি করেছে।

সনাতন ধর্মের ইতিহাস

এবার আমি শেষ পয়েন্টাতে আসছি। এখন আর আমার কাছে তিন চার মিনিট সময় আছে আপনারা একটু ভাল করে আমাদের সনাতন ধর্মের ইতিহাসটা দেখুন। আমাদের এই দেশে যখন আর্যরা এসেছে, যখন তারা বিভিন্ন এলাকার তাদের দখলে নিয়েছে তখন কিন্তু আমরা কোনো রকম বাধা দেইনি। আমাদের ধর্মে দেবতা ও ওষুধ দুই ধরনের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও আছে মানুষ বাদে দুই প্রকার দেবতার সৃষ্টির কথা বললেও কখন বাধা দেওয়া হবে না। রামায়নে আপনারা রাম ও রাবন উদাহরণটা দেখতে পারেন।

ভগবান রাম এ রকম একটা পরীক্ষার মধ্যে পড়েছিলেন। যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে ধর্ম শাস্ত্রে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। তবে ধর্ম শাস্ত্রে উত্তর না থাকলে বিচারটা আমাকেই করতে হবে অথবা ধর্মশাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তা ব্যাখা করতে হবে। যখন রাজা জসোরত তার ছেলে রামকে বনোবাসে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তার ছোট ভাই লক্ষণ রেগে গেলো এবং সে তার বড় ভাইকে বিরত থাকতে বললো। ভগবান রাম কিন্তু সেই পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করেছিলেন।

আমি এ খানে দুইটা উদাহরণ দিচ্ছি প্রথম উদাহরণটা রামকে বলো যে রাজা জসোরত তার রাণীর কথায় এরকম নির্দেশ দিয়েছেন তিনি এখানে কোন সুবিচার করছেন না; এটা কোনভাবেই ধর্ম সম্মত নয় । তাই এটা মানার প্রয়োজন নেই। তখন ভগোবান রাম বললেন, তুমি এটা বলার কে? রাজা বলেছেন আমি তার আদেশ পালন করবো; তুমি চুপ করো। রামায়নে এই কথাগুলো বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভগবান রাম শাস্ত্রের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে ভাই লক্ষণকে বুঝালেন যে, রাজা জসোরত তার রাণীর প্রেমে বশীভুত হয়ে এটা করেছেন; কিন্তু এটা অন্যায় নয়, কোনো অত্যাচার নয়, এটা ভালোর বিরুদ্ধে নয়। সেই জন্য

এটা আমাকে পালন করতেই হবে। এখন এই নির্দেশটা কোনোভাবে যদি অন্যায় বা অত্যাচার হতো তাহলে সেটা পালন করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকতো না।

দ্বিতীয় উদাহরণটা হলো- যখন বিভীষিন রামের কাছে আশ্রয় চাইলো সেই সময় রামের উপদেষ্টারা বলেছিলো বিভীষিকাকে আশ্রয় দিলে আপনি বিপদে পরতে পারেন। এ হলো শত্রুর গুপ্তচর। এ যদি সত্য এতোটা ধার্মিক হয়ে থাকে তাহলে এতোদিন কেন এখানে এসে পরে থাকলো। প্রথমে সবাই এটা অপছন্দ করতো কিন্তু ভগবান রাম সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সবার সম্মতি নিয়ে তখন রাবনের ভাই বিভীষিককে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেন।

এবারে মহাভারতের একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো। মহাভারতের জতোষ্টি কারো উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেননি সুযারোন যখন দ্রপধীর বস্ত্র হরণ করছিলো সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের একজন ছেলে অধর্ম বলে এই কাজের প্রতিবাদ করেছিলো সেসময় সবাই মিলে তাদের দাবি রেখেছিলো যেখানে অধর্ম চলে সেখানে মানুষের উপর যে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায়, আর ধর্ম শাস্ত্র মেনে চললে সেখানে কারো উপর কোন কিছু চাপানো হয় না; সেখানে কোনো জবরদস্তি নেই। সনাতন বৈদিকধর্মে আমরা কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেইনা। এই দেশে অনেক ধর্ম আমাদের সনাতন ধর্মের সাথে বিরোধিতা করেছে, শত্রুতা করেছে। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে চলে গেছে জৈন আর বোদ্ধ ধর্ম।

বেদের গোর নিন্দা করে আমরা বেদকে অন্তত পবিত্র ধর্ম বলে মনে করি। তারা এই বেদের উদেশ্য গালি দেয়, কুৎসাপূর্ণ কথা বলে, অপমান জনক বিভিন্ন মন্তব্য করে। তারা বলে এটা খারাপ জিনিস, এটা রাক্ষসের মতো খারাপ জিনিস। আমরা তাদের কোনো রকম শাস্তি দেইনি। এসব যারা বলে তাদের জেলখানায় বন্ধি করিনি। পশ্চিমা দেশগুলোতেতো এ রকম দেখা যায়, আমাদের এই ভারতে দেখুন, এখানে কোন বৈজ্ঞানিক বা কোনো লোক যদি দেশের নিয়ম কানুন না মানতে চায় এই জন্য কখনো জেলখানায় বন্ধি করে রাখা হয়নি। যেসব লোক বেদকে গালি দিয়েছে অথবা ভগবান রামকে গালি দিয়েছে, এরকম অনেকেই ভগবান রামের নামে ভুল অভিযোগ করে থাকে; আমরা কিন্তু তাদের কখনোই কোন শাস্তি দেইনি, কোন রকম অত্যাচার করিনি। রামচন্দ্র উপজাতির দাবিতে তার প্রাণ প্রিয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। এভাবে আমাদের ধর্মের ইতিহাসটা দেখুন আমরা কখনোই অন্যদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেইনি। আমাদের দেশে কনফুসিয়াস আছে গ্যালেলিউ আছে কোন কিছু প্রচার করেননি আমরা মেনে চলি পবিত্র বেদের নিয়ম।

আমাদের দেশে আর ধর্মের কথা বলতে গেলে মহাত্মা গান্ধির কথা বলতে পারি, তার অহিংসনীতির কথা বলতে পারি। আপনারা খারাপ কিছু বলতে পারবেন না। আমার সময় প্রায় শেষ আরো কিছু জানতে চাইলে দ্বিতীয় সেশনে আমাকে প্রশ্ন করবেন। আর একটা কথা আপনাদের বলব, পশ্চিমাবিশ্বে আমাদের যে ভুল ইতিহাস শিখিয়েছেন সেগুলো আসলে ভুল ইতিহাস। আমরা সেগুলোই শিখেছি সে ইতিহাস শিখে আমাদের কতো কষ্ট হচ্ছে। আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছে আর্যরা আর গ্রামীণ দুইটা আলাদা জাতি। আর্যরা যে আলাদা জাতি এই কথাটা ভুল। আর্যরা যে ভারতের বাইরে থেকে এসেছে এটাও সঠিক না।

এব্যাপারে আমি আর কিছু বলছিনা, তবে আমরা এ রকম অনেক ভুল ইতিহাস জেনে বড় হয়েছি। তারপর উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের যুদ্ধ, উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের মধ্যে আর্য আর গ্রামীণ মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। তারপর জৈন আর বৌদ্ধধর্মের অনুসারিরা এই ভারতে আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে কখনো তাদের বাধা দেইনি। তারপর মুসলিমরা এদেশে এসে ক্ষমতা দখল করে নিলো তখন আমাদের উপর অত্যাচার না করা হলেও আমরা কোনো প্রতিবাদ করিনি। আপনারা চাইলে দ্বিতীয় সেশনে প্রশ্ন করতে পারেন। তাহলে আমার কথা এখানে শেষ করছি।

ডা. জাকির নায়েক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। জনাব চেয়্যারম্যন, শ্রদ্ধেয় বক্তাগণ এবং ভাই ও বোনেরা; ইসলামি নিয়মে সম্ভাষণ জানাই- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহর দয়া, শান্তি, রহমত আপনাদের সবার উপর বর্ষিত হোক। আজকের আলোচনার ট্রপিক হলো- ধর্মীয় মৌলবাদ কি মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার পথে বাধা হয়ে দাড়ায়?

মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম কী?

এখন আমরা জানতে চাই, মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম বলতে কি বুঝায়?

মৌলবাদি হলো সেই লোক, যে মূল নীতিগুলো মেনে চলে। যদি কেউ ভাল ডা. হতে চায় তাহলে তাকে মেডিসিনের মূল বিষয়গুলো জানতে হবে আর মেনে চলতে হবে; যদি কেউ ভালো বিজ্ঞানী হতে চায় তাহলে তাকে বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে হবে আর মেনে চলতে হবে; এক কথায় তাকে বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে মৌলবাদি হতে হবে। একই ভাবে যদি কেই ভাল হিন্দু হতে চায় তাহলে তাকে হিন্দুইজমের মূল নীতিগুলো জানতে হবে আর মেনে চলতে হবে; আবার

যদি কেউ ভাল মুসলিম হতে চায় তাহলে তাকে ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো জানতে হবে আর মেনে চলতে হবে। সব মৌলবাদিকে আপনি এক কাতারে ফেলতে পারবেন না। এটা বলতে পারবেন না যে, সব মৌলবাদি ভালো অথবা সব মৌলবাদি খারাপ।

যদি কোনো লোক একজন মৌলবাদি ডাক্তার হয় সে সমাজের জন্য ভাল, সে একজন ভাল মৌলবাদি; যদি কোনো লোক মৌলবাদি চোরও হয় অথবা মৌলবাদি স্মাগলার হয় সে সমাজের জন্য খারাপ। সে একজন খারাপ মৌলবাদী। ডিকসনারিতে ফান্ডামেন্টালিজম সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে তা হচ্ছে- ফান্ডামেন্টালিজম ছিল একটা আন্দোলন। এটা হয়েছিলো ১৯২০ সালের দিকে। এ আন্দোলন করেছিলো খ্রিস্টান প্রটেস্ট্যানরা আধুনিকতার প্রতিবাদ করে। প্রটেস্ট্যানরা বলতো বাইবেলের প্রতিটা শব্দ ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।

আগে মানুষ মনে করতো বাইবেলে বিভিন্ন আইন আর বিশ্বাস ঈশ্বরের কাছে থেকে এসেছে কিন্তু শব্দগুলো নয়। আমেরিকান প্রটেস্ট্যানরা আন্দোলন শুরু করলো আর তারা বললো বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ, বাইবেলের অক্ষর সরাসরি ঈশ্বর পাঠিয়েছেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে বাইবেলের শব্দগুলো ঈশ্বরের বাণী তাহলে মৌলবাদের আন্দোলনটা ভাল আন্দোলন। কিন্তু কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে বাইবেলের সব কথাই ঈশ্বরের নিকট থেকে আসেনি তাহলে এ আন্দোলনটা ভাল আন্দোলন নয়।

মৌলবাদ সম্পর্কে অক্সফোর্ড ডিকশনারীর সংখ্যা সম্পর্কে বলি, আমাদের শ্রদ্ধেয় বক্তা ফাদার পেরেরা যেটা বললেন, আমি সেটা মানি যে, অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ শব্দটার অর্থ হলো- কোন ধর্মের প্রাচীন রীতিনীতিগুলো খুবই সঠিকভাবে পালন করা। ফাদার এটাই বলেছেন। হয়তো তিনি অক্সফোর্ড ডিকশনারীর পুরনো এডিশনের কথা বলেছেন। তাই এ জন্য তাকে কোনো দোষ দিব না । তবে অক্সফোর্ড ডিকশনারীর লেটেস্ট এডিশনে বলা হয়েছে ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ হচ্ছে- কোনো ধর্মের প্রাচীন রীতিনীতিগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা বিশেষ করে ইসলাম।

এখানে ইসলাম উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। অথবা অক্সফোর্ড ডিকশনারীর লেটেস্ট এডিশনে ইসলাম শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে ফান্ডামেন্টালিজম মানে যে লোক ইসলামের ফান্ডামেন্টালিজমগুলো মেনে চলে।

যদি এ রকমই হয়ে থাকে তাহলে আমি একজন মৌলবাদি মুসলিম হিসাবে গর্বিত। কারণ আমি জানি ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো ভাল, সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত। আরেকটা কথা বলি, যখন আমরা মৌলবাদি শব্দটা ব্যবহার করি এটার সাথে আর কিছু শব্দের একটা সম্পর্ক করে, যেমন- সন্ত্রাসী তাহলে যখন কেউ মৌলবাদি হচ্ছে ধরে নেন সে হচ্ছে একজন মুসলিম ভায়োলেন সে হচ্ছে একজন সন্ত্রাসী।

ইসলাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

ইসলাম ভায়োলেন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে। ইসলাম শব্দটা এসেছে আরবী ছালাম থেকে, মানে শান্তি। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া। ইসলাম ভায়োলেনের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। তবে এটাও বলা হচ্ছে, যদি কেউ তোমার উপর অত্যাচার করে তখন আত্মরক্ষার জন্য একেবারে শেষ উপায় হিসাবে তুমি লড়াই করতে পারো। একই মানুষকে লোকজন বিভিন্ন রকম লেবেল দিতে পারে। একই লোক, যেমন ধরেন আপনারা যদি ইনডিয়ান স্বাধীনতার আগের স্বদেশী আন্দোলনকারীদের দেখেন তখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে গেলে তারা আপনাকে বলতো এই লোকগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসী।

তাহলে ব্রিটিশ সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী এই আন্দোলনকারীরা হচ্ছে সন্ত্রাসী তবে ইনডিয়ানদের কথা অনুযায়ী এই স্বদেশী আন্দোলনকারীরা হচ্ছে দেশ প্রেমিক। তাহলে একই মানুষ একই কাজের জন্য দুটি আলাদা লেবেল পাচ্ছে; দিচ্ছেন দুটি আলাদা গ্রুপের লোক। আর একজন মানুষকে দেশপ্রেমিক বলার আগে অথবা সন্ত্রাসী বলার আগে আমাদের ভালো করে দেখতে হবে কথাটা কে বলছে। আপনি যদি ব্রিটিশ সরকারে সাথে একমত হন যে, ইনডিয়া শাসন করার অধিকার তাদের আছে তাহলে এটাও মানবেন যে, এই আন্দোলনকারীরা হচ্ছে সন্ত্রাসী। কিন্তু যদি এটা সাধারণ ইনডিয়ানদের সাথে আপনি মিলিয়ে দেখেন যে, তারা লড়াই করছে স্বাধীনতার জন্য, তাহলে এটাও মানবেন যে তারা দেশপ্রেমিক। একই মানুষ কিন্তু দুটো আলাদা লেবেল।

আমি একজন মৌলবাদি

যদি বলেন মৌলবাদ মানে একজন মুসলিম যে খুব ভায়োলেন আর সন্ত্রাসী, তাহলে আমি একজন মৌলবাদি নই; কিন্তু যদি এটা ইসলামের মূল নীতিমেনে চলা হয় তাহলে আমি একজন মৌলবাদি হিসেবে গর্ববোধ করি।

মুক্ত আর স্বাধীন চিন্তার সংজ্ঞা

এবারে মূল প্রশ্নে আসি; মানে ধর্মীয় মৌলবাদ কি মুক্ত আর স্বাধীন চিন্তার পথে বাধা দেয়? মুক্ত আর স্বাধীন চিন্তা বলতে কি বুঝবেন? মুক্তচিন্তা নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের প্রথম বক্তা যে কথা বলেছেন সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই যে, মৌলবাদিরা ধর্মগ্রন্থের সঠিক ব্যাখা করতে চায়না, এটা নিয়ে কোন আলোচনা করতে চায় না; এমন কি ডা. বিয়াসও এই কথাটা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। আমিও আপত্তি জানাচ্ছি। আমি মৌলবাদি হলেও ইসলাম ধর্মগ্রন্থে সঠিক ব্যাখাকে উৎসাহিত করে আর ইসলাম আলোচনা করারও অনুমতি দেয়।

পবিত্র কুরআনে এই কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সূরা আল ইমরানের ৬৪নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারোও 'ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।'

ধর্মে পরিবর্তন সম্ভব

আমরা আলোচনা করতে পারি এছাড়াও আরেকটা ব্যাপারে। ডা. বিয়াস প্রথম বক্তার সাথে একমত হননি প্রথম বক্তা ফাদার প্যারেইরা বলেছিলেন ধর্মে কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না; আরো বলেছিলেন, উনার ধর্মে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না। এই শেষ পয়েন্টটায় আমি একমত নই ইসলাম ধর্মে পরিবর্তন সম্ভব। মুসলিম ভাই ও বোনেদের বলছি আমার কথাটা অন্যভাবে নিবেন না। আগে আমার পুরো কথাটা শেষ করি তারপর বলবেন।

আপনারা আল্লাহর আসমানি কিতাবে আর সহিহ হাদিসে কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না; কুরআন আর সহিহ হাদিসে কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না। কিন্তু যদি ইসলাম ধর্মের কথা বলেন, ইসলামিক শরিয়ার নির্দিষ্ট সমস্যার ব্যাপারে

কুরআনে যদি স্পষ্ট কিছু না থাকে; সহিহ হাদিসেও যদি এ ব্যাপারে কিছু বলা না হয় তখন সিদ্ধান্ত হয় ইজমার মাধ্যেমে। বিশেষজ্ঞরা একসাথে বসে আলোচনা করে একটা নতুন আইন জারি করেন। ইসলাম ধর্মে পরিবর্তন করা সম্ভব যদি সেটা পবিত্র কুরআন আর সহিহ হাদীসের বিরুদ্ধে না যায়।

ধর্ম মুক্তচিন্তার পথে বাধা নয়

ধর্মীয় মৌলবাদ মুক্তচিন্তার পথে বাধা কি না? মুক্তচিন্তা বলতে কি বোঝানো হয়?

যদি বলেন, একজন মানুষ অন্যকে আঘাত না করে ইচ্ছা মতো কথা বলতে পারবে যাতে কোন সমাজের কোন ক্ষতি না হয় আমার মতে ইসলাম এ ধরনের মুক্তচিন্তার পথে বাধা হয়ে দাড়ায় না। কিন্তু যদি বলেন মুক্তচিন্তা মানে একজন মানুষ কোন কিছু চিন্তা না করে কাউকে অপমান করতে পারে, কারো নামে সমালোচনা করতে পারে, কারো নামে অভিযোগ করতে পারে, এই ক্ষেত্রে আমি বলবো ইসলামি মৌলবাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধা দেয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে বাধা দেয় না। এই কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি- মুক্তচিন্তার অনেকগুলো ধরণ আছে। যদি একজন লোক কাউকে দোষারোপ করে, কারো সমালোচনা করে, কারো বিরুদ্ধে কথা বলে কোন প্রমাণ ছাড়াই, সত্য কথা বাদ রেখে মিথ্যা দিয়ে দোষারোপ করে, তাহলে আমি বলবো ইসলামি মৌলবাদ অব্যশ্যই এধরণের মুক্তচিন্তার পথে বাধা হয়ে দাড়ায়।

কারণ পবিত্র কুরআন বলছে সুরা হুমাযার ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ

অর্থ : দুর্ভোগ তাদের যারা সামনে আর পিছন থেকে মানুষের নিন্দা করে।

এছাড়াও পবিত্র কুরআনে সুরা হুযরাতের ১১-১২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ط بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ـ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : হে মুমিনগণ! কাউকে নিন্দা করোনা, কারো নামে অপবাদ দিওনা, কারো নামে কোনো রকম উপহাস করো না। হে মুমিনগণ! একে অনের গোপন বিষয় সন্ধান করো না, একে অনের পিছন থেকে নিন্দা করো না, পিছনে অপবাদ দিওনা। (কুরআনে একথা বলছে) তোমরা কি তোমাদের মৃত্যু ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? (কুরআন-ই উত্তর দিচ্ছে) নিশ্চই এটাকে তোমরা ঘৃণা করো।

তাহলে আপনি যদি কারো পিছন থেকে নিন্দা করেন সেটা মৃত্যু ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমান জঘন্য কাজ। কারণ এটা দ্বিগুণ পাপ। কোনো প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কথা বলা, এটা হচ্ছে একটা পাপ; কোন মৃত্যু পশুর মাংস খাওয়া এটা আরেক পাপ।

ডাক্তারগণও আপনাদের বলবেন কোনো মৃত্যু পশুর মাংস খেলে অসুখ-বিসুখ হতে পারে। তাহলে প্রমাণ ছাড়া কারো পিছন থেকে অপবাদ দেওয়াটা হলো দ্বিগুণ পাপ; কারণ এটা নিজের মৃত্যু ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো জঘন্য কাজ। ক্যানিবেলরা, নরঘাতকরা মানুষের মাংস যারা খায়, এমনকি তারাও নিজেদের কারো মাংস খায় না। পিছন থেকে যদি নিন্দা করেন তাহলে সেটা আপনার মৃত্যু ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমান পাপ। এখন কিছু লোক বলতে পারে যে, মুক্ত আর স্বাধীন চিন্তায় যদি আপনি কিছু বলেন অথবা কিছু লেখেন সেটাতো স্বাধীনভাবে কোনো ক্ষতি করছে না।

আমি মেনে নিলাম; তবে আপনারা এটাও জানেন কখনো কখনো মানুষিক অত্যাচারটা শারীরিক অত্যাচারের চেয়েও বেশি হয়ে যায়। শারীরিক অত্যাচারের চেয়েও এটার প্রভাব আরো বেশি দিন থাকে, ভোলা যায় না। আপনাদের একটা উদাহরণ দেই- ধরুন, একজন টিচার ক্লাস রুমের ভিতরে ঢুকলেন আর কোন কারণ ছাড়াই কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই একটা বাচ্চা ছেলেকে চর মারলেন। খুবই ভালো ছাত্র আর ভদ্র ছেলেটা সেই চর খাওয়ার কারণে কয়েক সেকেন্ড হয়তো ব্যাথা অনুভব করবে কিন্তু মানসিক কষ্টটা অর্থাৎ শ্রেণী কক্ষের সামনে তাকে মারা হয়েছে, এই কষ্টটা অনেক বেশি। সেটা অনেক দিন থাকবে।

আরেকটা উদাহরণ দেই- একজন টিচার কোনো কারণ ছাড়াই এক ছাত্রকে একটা খালি রুমের ভিতরে একটা চর মারলেন আর ধরেন আরেক জায়গায় ক্লাশের সব ছাত্রের সামনে তাকে বকাবকি করলেন অপমান করলেন। বললেন, সে ঠগ, সে মিথ্যাবাদি এরকম বিভিন্ন অপবাদ দিলেন। এখন আপনাদের বলি ছেলেটাকে সবার সামনে অপমান করা হলো বলা হলো- সে মিথ্যাবাদী এরকম বিভিন্ন অপবাদ দেওয়া হলো। এটা সেই খালি রুমের ভিতর একশ'টা চর মারার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাবটা মনে থাকবে। কারণ এটা সবাই দেখেছে। তাহলে কথা আর লেখা আরো বেশি ক্ষতিকর হতে পারে; মাঝে মধ্যে, সব সময় না। বেশি ক্ষতি হতে পারে। এই জন্য বলা হয় যে, তরবরির চেয়ে কলমের শক্তি বেশি।

পবিত্র কুরআনে বাক-স্বাধীনতা

এখন কুরআন বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে কি বলছে? পবিত্র কুরআন হলো- আমার জানা মতে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটা মানুষকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কীভাবে কুরআনকে ভুল প্রমান করতে পারেন। এরকম লোকদের কুরআন বলছে- যদি কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাও তাহলে এই কাজগুলো করে দেখাও। কুরআনে এরকম অনেক চ্যালেঞ্জ আছে।

তারমধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে সুরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হচ্ছে-

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ : তারা কি কুরআন সম্পর্কে অনুধাবন করে না? এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে এখানে অনেক অসঙ্গতি থাকতো, পরস্পর বিরোধী কথা থাকতো।

তাহলে যে কোনো মানুষ, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, যদি কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায় তাহলে কুরআনের মাত্র একটা অসঙ্গতি বের করে দেখাতে হবে। কুরআনকে ভুল প্রমাণ করা এতোটাই সহজ। তবে একই সময় কুরআন বলছে-

"তোমাদের প্রমাণ পেশ করো যদি তোমরা সত্যবাদি হয়ে থাকো।"

কিন্তু প্রমাণ কোথায়? তথাকথিত বিখ্যাত লেখক লেখিকা সালমান রুশদী তারপর তাসলিমা নাসরিন তারা কি কুরআনের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দেখাতে পেরেছে? প্রমাণ দেখাও, প্রমাণ পেশ করো, যদি সত্যবাদি হয়ে থাকো।

কুরআন আমাদের বাক-স্বাধীনতা দিয়েছে, মুক্তচিন্তার অনুমতি দিয়েছে, তবে প্রমাণ লাগবে। কিছু মানুষ যেমন, ইনডিয়ার কিছু সাংবাদিক অথবা লেখক প্রসঙ্গ ছাড়া কুরআনের উদ্বৃতি দেয়, ভুলভাবে কুরআনের উদ্বৃতি দেয়। আর সবচেয়ে বিখ্যাত উদ্বৃতি আপনারা হয়তো এটা জানেন, পবিত্র কুরআন বলছে- "যখনি কোনো কাফেরকে দেখবে তাকে মেরে ফেল।" তার মানে পরোক্ষভাবে বলছে যখনি কোন হিন্দুকে দেখবে তাকে মেরে ফেল। কাফের শব্দটা দিয়ে কোনো হিন্দুকে বোঝানো হয় না। কাফের মানে যে সত্যকে গোপন করে রাখে, কাফের মানে যে সত্যকে অস্বীকার করে। এখানে প্রসঙ্গটা বুঝতে হবে।

আরেকটা উদাহরণ দেই- এক সময় আমেরিকার আর ভিয়েতনামের মধ্যে খুব ভয়ংকর একটা যুদ্ধ হয়েছিলো। সেই যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকার পেসিডেন্ট অথবা আমেরিকার আর্মী জেনারেল একটা অর্ডার দিলো- যখনি কোনো ভিয়েতনামীকে দেখবে মেরে ফেল। তারপর এই যুদ্ধ হয়ে গেছে ৩০, ৪০ বছর আগে। এখন যদি আপনি বলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছিলো যখনি কোনো ভিয়েতনামী দেখবে তাকে মেরে ফেল; এরকম প্রসঙ্গ ছাড়া? প্রেসিডেন্ট কথাটা বলেছিলো যুদ্ধের সময়ে, কারণ যুদ্ধ করার সময়ে প্রতিপক্ষ আমাদের শত্রু, তারা যদি আমাদের আক্রমন করে তাহলে লড়াই করে তাদের হত্যা করার চেষ্টা করবো। তাহলে একইভাবে পবিত্র কুরআনে বলছে যদি অবিশ্বাসীরা তোমাদের আক্রমণ করে মারতে আসে তাহলে ভয় পেও না, লড়াই করো; প্রয়োজন হলে তাদের মেরে ফেল যুদ্ধক্ষেত্রে। শুধু তাদের সাথে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে; নিরীহ মানুষদের না। তাই প্লিজ! প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্বৃতি দেবেন না; ভুলভাবে উদ্বৃতি দেবেন না।

কুরআন যে ধরনের বাক-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে

এবার আরেক টাইপের বাক-স্বাধীনাতার কথা বলি। যে কেউ দোষারোপ করতে পারেন, তারপর সমালোচনা করতে পারেন সেগুলোর প্রমাণ আছে। ব্যাপারটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারেন। কিছু সত্য কথা গোপনীয় আর কিছু সত্য কথা গোপনীয় নয়। ধরুন, আমেরিকার সরকারে একজন বড় কর্মকর্তা সে শত্রুপক্ষের কাছে আমেরিকার আর্মি সম্পর্কে আমেরিকার ইয়ারফোর্স, আমেরিকার নেভি সম্পর্কে সব কিছু ফাঁস করে দিলো।

মনে রাখবেন সে কিন্তু সত্য কথা বলছে, সব প্রমাণ দিয়েছে, ফটোকপি দিয়েছে, ছবিও দিয়েছে আমেরিকার সব গোপন তথ্য সম্বলিত। আপনার কি মনে হয়

আমেরিকার সরকার এই লোকটাকে পুরস্কার দেবে? যদি ইনডিয়ান সরকারের সাথে ইনডিয়ান কোনো কর্মকর্তা এরকম কাজ করে, আপনার কি মনে হয় সে বিশ্বাসঘাতককে পুরস্কার দেবেন? সেই লোকটাকে কি ভারত রত্ন উপাধী দেওয়া হবে? অবশ্যই না। রবং বিচারের ব্যবস্থা করে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ধরুন, এই ধরনের সত্য যেগুলো গোপন থাকা উচিত এটা ফাঁস করা হয়; কুরআন এটার বিরুদ্ধে। এই লোককে বলা হবে মুনাফেক ভণ্ড।

এবার শেষ টাইপটা নিয়ে বলি। সবকিছু প্রমাণসহ নিন্দা করতে পারবেন, সমলোচনা করতে পারবেন, অভিযোগ করতে পারবেন, সেই ব্যাপারটার যে ব্যাপরটা গোপনীয় নয়। যেমন- আমেরিকার একজন সরকারি কর্মকর্তা, সে লোক আমেরিকার দুর্নীতি সম্পর্কে কথা বললো। কুরআন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। কুরআন এই কথাগুলো জনসম্মক্ষে বলার জন্য উৎসাহিত করে। যেটা মিথ্যার বিরুদ্ধে কুরআন সব সময় এই সত্যের পক্ষে।

আমার লেকচারের শূরুতেই পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে শুরু করেছিলাম তা দিয়েই শেষ করছি।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا -

তুমি বল যখন সত্য এসে মিথ্যার সামনে দাড়ায় মিথ্যা বিলুপ্ত হয়। কারণ মিথ্যা তার প্রকৃতির কারণেই বিলুপ্ত হবে। আর আমি কুরআন নাযিল করেছি যেটা মু'মিনের জন্য আরোগ্য এবং রহমত কিন্তু এটা জালিমদের জন্য শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত ৮১-৮২)

আপনাদের সবাই কে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক : ডা. জাকির নায়েকের কাছে একটু অন্য রকম কথা শুনলাম। এবারে আসছেন আমাদের শেষ বক্তা মিঃ অশোক শাহানী । তিনি মারাঠি ভাষায় তাসলিমা নাসরিনের লজ্জা বইটির অনুবাদ করেছেন।

মি. অশোক শাহানী

ধর্মগ্রন্থে কি ভরসা করা যায়?

বন্ধুরা! এখানে সমস্যা হলো সব ধর্মে একটা নয় অনেক গ্রন্থ আছে। আর আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা এমন কোনো বইয়ের উপর ভরসা করতে পারি না; যেটা লেখা হয়েছে পাঁচশো বছর বা দুই হাজার বছর বা পাঁচ হাজার বছর আগে। ডা. বিয়াস বলতে পারেন, বেদের সেই প্রাচীন কালচার এখন তো আর নেই। আমরা এখন খুব বর্তমান সময়ে আছি তাহলে এগুলো আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলতে পারে। কারণ এই বইগুলো এসেছে এক হাজার বা পাঁচ হাজার বছর আগে। সাংবাদিকরাও এর সাথে এক মত হবেন না; কারণ তারা বাস্তবের মুখোমুখি আছেন, তারা সত্যিটাকে তুলে ধরবেন। এটা একটা সাংবাদিকের পক্ষে মেনে নেয়া খুব কঠিন, মেনে নেয়াটাও প্রায় অসম্ভব। শেষ কথাটাও বলা হয়ে গেছে; যদি শেষ কথাটা বলা হয়ে থাকে, তাহলে করছি কি? নিয়ে ব্যস্ত থাকবো আর কোন খবরই বা লিখবো?

পলিটিশিয়ান আর লেখকদের মধ্যে মিল

এখন আরেকটা ব্যাপারে কথা বলি! সালমান রুশদি একবার একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন। সেটা অবশ্য স্যাটানিক ভার্সেস লেখার অনেকদিন আগের কথা। সেখানে তিনি বলেছিলেন- পলিটিসিয়ান আর লেখকরা তাদের মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল আছে। আর সেটা হলো যুদ্ধক্ষেত্র। পলিটিসিয়ান ও লেখকদের যুদ্ধক্ষেত্র একই। আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রটা হলো বাস্তবতা।

পলিটিসিয়ানরা এই বাস্তবতাকে এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তারা অন্য সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে পদানত করতে চায়। অন্যদিকে একজন শিক্ষিত মানুষ, একজন লেখক একটি সমস্যাকে যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা সম্ভব তার সবগুলো দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

তাহলে এই যুদ্ধক্ষেত্রটা হলো গতানুগতিক, নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটা সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। আপনারা তাহলে বলতে পারেন, সমস্যাতো তাহলে পলিটিসিয়ানদের; মৌলবাদী তো কোনো সমস্যা নয়। তবে সত্য কথা কি; পলিটিসিয়ান আর মৌলবাদীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; তারা আসলে একই রকম। কারণ পলিটিসিয়ানরা একটি আদর্শের কথা বলে, তারা একটা আদর্শকে নিয়ে রাজনীতি করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে; যা খুবই খারাপ। অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদীরাও একই রকম। তারাও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই আদর্শের কথা বলে।

আমাদের সামনে এসবের অনেক উদাহরণ আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার একটি উদাহরণের কথা বলছি। এখন সাংবাদিকেরা মনে করেন যে, ভাষা আর শব্দের মালিকানা তাদের। তারাই পৃথিবীতে ভাষা আর শব্দের সর্বময় প্রভু। এই ব্যাপারে তাসলিমা নাসরিনের একটা কথা বলি- "শব্দের মালিক অন্য কেউ নয়। শব্দের মালিক হলো কবি। যুগে যুগে করিবা দাবী করে এসেছেন শব্দের মালিকানা তাদের। শব্দের মালিকানা আইন প্রণেতাদের হাতে নয়। শব্দের মালিকানা কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার হাতে নয়। শব্দের মালিকানা থাকে কবির হাতে।"

সাংবাদিকদের ভুল রিপোর্ট

এখানে সমস্যা তখনই শুরু হলো- যখন কোলকাতা নিউজ পেপারের এক সাংবাদিক তাসলিমা নাসরিনের উপর একটা রিপোর্ট লিখলো। তাসলিমা তখন ঢাকা থেকে কোলকাতা হয়ে প্যারিস যাচ্ছিলেন। তখনকার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এই সাংবাদিক। এই সাংবাদিক জানতো না এখানে যুদ্ধটা ইসলাম আর শরীয়াহ'র মধ্যে। তাসলিমার কথাগুলো ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাসলিমা অবশ্য প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছিলেন এবং সেটা ছাপাও হয়েছিল। তখন সেই সাংবাদিক হয়তো ভেবেছিলো এখানে হয়তো ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা শেষ হয়ে গেলো না। এক মাসও অতিবাহিত হলো না; বাংলাদেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা তাসলিমার রক্ত চাইলো। আর এর কারণ হলো- খবরের কাগজের সেই ইন্টারভিউ।

আমি অবশ্য আশা করেছিলাম, ভারতীয় খবরের কাগজগুলো শর্তহীনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। একটা খবরের কাগজের ভুল রিপোর্টের জন্য যদি কারো জীবন হুমকীর সম্মুখীন হয়ে থাকে; মুক্ত আর স্বাধীন চিন্তা মানে ক্ষমা চাওয়ার সাহসও থাকতে হবে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আপনারা সবসময় ঠিক। আপনার সবসময় সঠিক হতে পারেন না। কিন্তু কেউ ক্ষমা চায়নি।

আমার মতে ব্যাপারটায় একটু সিরিয়াস হওয়া উচিত। ধরুন, এই ঘটনায় যদি তাসলিমা কোনোভাবে মারা যায়, সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় খবরের কাগজও দায়ী থাকবে, অবশ্যই সে জন্য মৌলবাদীরাও দায়ী থাকবে এবং অবশ্যই ভারতীয় খবরের কাগজও দায় এড়াতে পারবে না। এখন আপনারাই বলুন, এখানে মুক্ত আর স্বাধীনচিন্তার পথে কারা বাধা দিচ্ছে? বাক স্বাধীনতায় কারা বাধা দিচ্ছে? খবরের কাগজ, মৌলবাদিরা, নাকি এরা সবাই। পাশাপাশি শব্দ আর ভাষার মালিকানা সম্পূর্ণভাবে কবিদের। খবরের কাগজ আর মৌলবাদিদের কথা অনেক মানুষ পড়ে, আর অন্য দিকে ধর্ম অনেক মানুষ মেনে চলে দুটোই প্রায় একই রকম । এদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। ধন্যবাদ।

চেয়ারম্যান- ধন্যবাদ মিঃ শাহানী।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

পরিচালক : এখন শুরু হচ্ছে আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। দর্শকদেরকে বল্‌বো তারা যেন আজকের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন করেন। যাতে করে সকল দর্শক শ্রোতা উপকৃত হয়। এখানে আমরা কিছু নিয়ম মেনে চলবো প্রশ্ন করতে চাইলে আপনারা উঠে দাড়াবেন পরিচয় দেবেন কোন পেশার সাথে জড়িত সেটাও বলবেন। আর আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন তখন একবারে মাত্র একটা প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নটা আপনারা করবেন যে কোন একজন বক্তাকে উদ্দেশ্য করে। এখানে আমি আরেকটা কথা বলছি প্লিজ সেটা সংক্ষেপে বলবেন। আপনারা নিজে সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না; উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব এই চার জন বক্তার উপর ছেড়ে দিন। এখানে আপনাদের কষ্ট করতে হবেনা তাহলে শুরু করেন।

প্রশ্ন-১. আমার নাম যাবেদ। আমি কোন খবরের কাগজ থেকে আসিনি আমি টাইম অব ইনডিয়াতে খবরটা দেখে এসেছি। আমার প্রশ্নটা ডা. জাকির নায়েককে উদ্দেশ্য করে বলছি; তবে তার আগে মিঃ অশোক শাহানীর একটা বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাবো। আপনি বলেন তসলিমার কথাগুলো ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখন আপনি যদি ১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি টাইম ম্যাগাজিনটা দেখেন সেখানে ফজল আহমেদের রিপোর্টে আছে, তসলিমা বলেছে- " কুরআনে বলা হয়েছে- সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এরকম অবৈজ্ঞানিক কথা বললে আমরা উন্নতি করবো কিভাবে?" এছাড়াও তিনি বলেছেন যে, ইসলাম ধর্মের কারণের প্রতি বছর বাংলাদেশে মেয়ে শিশু প্রচুর পরিমাণ হত্যা করা হয় ।আমার মনে হয় এগুলো ঠিক না। এখন কুরআন এব্যাপারে কি বলছে ।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই যাবেদ আপনি দুটি প্রশ্ন করেছেন। আমি জানি না চেয়ারম্যান আমাকে কতোটুকু সময় দেবেন। আপনি একসাথে দুটো প্রশ্ন করেছেন। এবারের মতো দুটোর সুযোগ দেওয়া হলো। প্রথম প্রশ্নটা আপনি বললেন টাইম ম্যাগাজিনে একটা রিপোর্ট সম্পর্কে টাইম পৃথিবীর একটা বিশ্বাসযোগ্য ম্যাগাজিন, খুবই পরিচিত একটা ম্যাগাজিন। ৩১-জানয়ারি সংখ্যায় নাকি তসলিমা নাছরিন বলেছে যে, কুরআন বলছে- সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এরকম কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমরা উন্নতি করবো কীভাবে? আমি দ্বিতীয় বাক্যের সাথে একমত। এমন কথা বিশ্বাস করলে আমরা উন্নতি করবো কিভাবে? অর্থাৎ উন্নতি করা যাবে না। কিন্তু তার প্রথম বাক্যের উত্তরে যে পবিত্র কুরআন বলছে- "সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে।" আমি তাকে

বলবো আপনি প্রমাণ দেখান- কোন আয়াতে এ রকম কথা বলা হয়েছে? তিনি মনে করেছেন যে, কুরআনের একটা আয়াত এরকম কথা বলছে।

সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন, সুর্য এবং চন্দ্র। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষের আবর্তন করে। (সুরা আম্বিয়ার : আয়াতে-৩৩)

এই কথাটা আবার আছে সূরা ইয়াছিন এর ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

অর্থ : প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে।

তাহলে কুরআন কিন্তু বলছেনা, "সুর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।" কুরআন বলছে সুর্য আর চাঁদ তাদের নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে। এখানে আরবি শব্দটা হলো- 'ইয়াসবাহা'। এই শব্দটা এসেছে আরেকটা আরবী শব্দের সাবাহা থেকে। এর অর্থ চলন্ত কিছুর গতি। যদি আপনি বলেন একজন লোক মেঘের উপর সাহাবা করছে; তার মানে সে কিন্তু দাড়িয়ে নেই; সে তখন হাটছে বা দৌড়াচ্ছে। একজন লোক পানি সাবাহা করছে তার মানে সে পানিতে ভেসে নেই সে পানিতে সাতার কাটছে। একইভাবে সাবাহা শব্দটা যদি গ্রহ-তারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন- এর অর্থ নিজ কক্ষের চারপাশে বিচরণ করা।

পবিত্র কুরআন বলছে- সুর্য এবং চাঁদ এরা কোন কিছু কে আবর্তন করে ঘুরছে। নিজ কক্ষের চারপাশে ঘুরছে। এই আয়াতটা নিয়ে আমি একসময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। কারণ আমি আই এসসি পাশ করেছি ৮২ সালে সেন্টমেটাল স্কুল থেকে। তখন আমি যোগবিয়োগে নিয়ে পড়েছিলাম। পৃথিবীর চারপাশে সুর্য ঘোরে, না সুর্য আবর্তিত নিজ কক্ষের চারপাশে ঘোরে? কিন্তু কুরআন বলছে সুর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। তাই চিন্তায় পরে গেলাম। তাই রিসার্স করতে শুরু করলাম। রিসার্স করে জানতে পারলাম বিজ্ঞানীরা কিছু দিন আগে জেনেছে আধুনিক জ্যোতিষিরা জানতে পেরেছে সুর্য তার নিজ অক্ষের পৃথিবীর চার পাশে ঘোরে। এটা পরীক্ষা করার জন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে সুর্যের প্রতিবিম্ব দেখুন।

সুর্যের দিকে তো সরাসরি তাকানো যায়না তাই প্রতিবিম্বটি টেবিলের উপর রাখুন। সুর্যের শরীরে কিছু ঘুরছে কালো স্পটের মতো; এগুলো পঁচিশ দিনে একবার ঘুরে আসছে। এক কথায় সুর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে পঁচিশ দিন সময় লাগে। তাহলে পবিত্র কুরআন মোটেও সেকেলে নয়। তাহলে আমি

তসলিমা নাছরিনকে প্রশ্ন করবো ১৪ শ' বছর আগে এই কথাটা কে বলতে পারতো যে, সূর্য এবং চাঁদ নিজ নিজ কক্ষে বিচরণ করছে? কুরআনের কোথায়ও এই কথা বলা হয়নি যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এটা একটা ভুল ধারনা।

পরিচালক যেহেতু আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তাই দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি। যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের কারণে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মেয়ে শিশুকে হত্যা করা হয়ে থাকে। এটা তসলিমা নাসরিনের অভিযোগ। আমি তাকে বলবো কুরআনে মাত্র একটা আয়াত দেখান যেটা বলছে- "তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো।"

বিবিসিতে একটা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল। অনুষ্ঠাটার নাম ছিলো এসাইনমেন্ট। আর সেই এপিসোডের টাইটেল ছিলো লেটহাডগাইড। একজন ব্রিটিশ রিপোর্টার এমেনি বিগান্ন তিনি ভারতে এসে মেয়ে শিশুর উপরে একটা সার্ভে করেছিলেন। ইনডিয়া এ ব্যাপারে সবার উপরে। এই এমেনি বিগান্নের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন তিন হাজারের বেশি মেয়ে শিশু হত্যা করা হয়। তিন হাজারের বেশি।

আমাদের ভারতের এই মেয়ে শিশু হত্যার হারকে যদি ৩৬৫ দিয়ে গুণ করেন তাহলে প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও বেশি মেয়ে শিশু হত্যা করা হয় এই দেশে। এই খবরটা কেন কাগজে আসেনা, হেড লাইন হয় না? এই খবরটা প্রতি দিন হেড লাইনে দেন যতদিন না মেয়ে শিশু হত্যা বন্ধ করা হচ্ছে। আর তামিলনাড় সরকারে রিপোর্ট অনুযায়ি যতজন মেয়ে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে থাকে তার মধ্যে ১০ জনের ৪ জনকে মেরে ফেলা হয়। একজন ব্রিটিশ আমাদের দেশে এসে বলে গেল আমরা কি পরিমাণ মেয়ে শিশু হত্যা করি। এবার আসুন দেখি পবিত্র কুরআন মেয়ে শিশুর হত্যার ব্যাপারে কি বলছে?

তসলিমা একটা আয়াত দেখিয়েও বলতে পারবে না যে, কুরআন মেয়ে শিশু হত্যা করতে বলেছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি- একটা আয়াতও দেখাতে পারবেন না যেটা বলছে তোমরা মেয়ে শিশু কে হত্য করো। সত্য বলতে সূরা তাকভীরে, আমি কিন্তু রেফারেন্স দিচ্ছি; তসলিমা নাছরিন বলছে কুরআন এই কথা বলছে, কুরআন ওই কথা বলেছে। সাধারণ একজন মানুষ যে কুরআন পড়েনি অথবা পড়েছে কিন্তু সাধারণভাবে; সে এই কথাটা কুরআনের কোন জায়গাই খুঁজে খুঁজে বেড়াবে। তাই আমরা কথাগুলো মেনে নেই হয়তো কথাগুলো সত্যি। কুরআন সত্যি বলছে যে সুর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে অথবা মেনে নিচ্ছি যে ইসলাম মেয়ে শিশু কে হত্যা করতে বলছে।

আপনারা দেখবেন সুরা তাকভীরে ৮ এবং ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۙ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۔

অর্থ : জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যা পূণরুত্থিত হবে, আর সে জিজ্ঞাস করবে ,কোন অপরাধে তাকে হত্য করা হয়েছিল?

শেষ বিচারে দিনে সে জিজ্ঞেস করবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। তাহলে মেয়ে শিশুকে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামে নিষিদ্ধ। সত্যি বলতে, ইসলাম ধর্মে সব ধরনের শিশু হত্যাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সুরা ইসরার ৩১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে; এছাড়াও সুরা আনয়ামের ১৫১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۔

অর্থ : তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তাদের হত্যা করোনা। কারণ আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের রিযিক দেন।

সত্যি বলতে, মানুষ সাধারণত পুত্র সন্তান জন্মানোর খবরের আনন্দ পায় আর কন্যা সন্তানের জন্মানোর খবরে মন খারাপ করে। পবিত্র কুরআন এটাকে তিরস্কার করেছে। সুরা আনয়ামের ৫৮- আর ৫৯ নং আয়াতে পাবেন।

সঞ্চালক : ফাদার প্যারেইরা এ ব্যাপারে তার মতামতটা জানাতে চাচ্ছেন।

ফাদার প্যারেইরা : আমার মনে হয় এ কথাটা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই এরকম শুনবেন, লোকজন বলছে কুরআন একথা বলছে এটাতো একেবারে অবৈজ্ঞানিক অথবা হিন্দু ধর্ম যে কথা বলছে এরকম বললে তো উন্নতি হবে না অথবা বাইবেল নিয়ে এরকম কথা বলা হতে পারে। এরকম কথা শুনলে কিছু জিনিস মাথায় রাখবেন- প্রথমত, বেশীরভাগ এগুলোর কোন ভিত্তি থাকে না। ডা. নায়েক যেমন বললেন এই কথাগুলো রেফারেন্স ছাড়া বলা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রায়ই পলেটিসিয়ানরা ধর্ম গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে নিজেদের স্বার্থে। তারা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম গ্রন্থগুলোকে নিজেদের মতো করে ব্যাখা করে। অনেকেই বলে বাইবেল বর্ণবাদ সমর্থন করে।

পশ্চিমা বিশ্বে অনেক বর্ণবাদি শ্রেতাঙ্গ খ্রিস্টান, তারা বলে- বাইবেল নাকি তাদের সমর্থন করে। এটা মোটেও সত্যি নয়। আসলে পলিটিসিয়ানরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছে। আর আমি আগেও বলেছি, প্রত্যক ধর্মে কিছু উদার নীতি আছে যেগুলো আপনাকে স্বাধীনতা দেবে। তবে রক্ষণশীল নীতি আছে এটাও পরিস্থির উপর নির্ভর করে। সেজন্য এই কথাটা বললাম। প্রায়ই এরকম শুনবেন যে দোষারোপ করা হচ্ছে- মুসলিমরা আসলে এরকম, মুসলিরা ভাল না অথবা খ্রিস্টানরা খুব খারাপ, হিন্দুরা ভাল না অথবা শিখরা খুব খারাপ। এ ব্যাপারে সাবধান থাকবেন; কারণ এরকম মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকে তাহলে বিশৃঙ্খলা আরো বাড়বে সেটার কোন সমাধান হবে না।

প্রশ্ন-২. আমার প্রশ্নটা ডা. জাকির নায়েকের উদ্দেশ্যে যে ,আপনি ডা. বেদাতের জীবনের হুমকি দেওয়ার ব্যাপারে কি বলবেন তিনি বলেছিলেন যে, "হিন্দুরা আসলে কাফের নয় তারা হলো মুরতাদ।" এই জন্য তাকে হুমকি দেওয়া হয় । এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? বাক-স্বাধীনাতার উপর ধর্মীয় মৌলবাদের আক্রমণ বলা যায়?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন আপনি প্রশ্ন করলেন, ডা. বেদাত নামে একজন ভদ্র লোক তিনি বলেছেন হিন্দুরা কাফের নয় তারা হলো মুরতাদ। আর এই জন্য মৌলবাদিরা তাকে জীবনের হুমকি দেয়ার যৌক্তিকতা কতখানি? এটা বাক-স্বাধীনতার পথে বাধা কি না? এভাবে দুই তিনটা প্রশ্ন করলেন। এবার প্রথম প্রশ্নটার সম্পর্কে বলি। ডা. বেদাত যে কথাগুলো বলেছেন হিন্দুরা কাফের না তারা মুরতাদ, এই কথাটা একেবারেই ভিত্তিহীন। হয়তো তিনি আরবী কথাটা ভালোভাবে জানেন না। কাফের মানে যে লোক সত্যকে গোপন করে, যে সত্যকে অস্বীকার করে। ব্যাপারটা এমন না যে, একজন কাফের হিন্দু হতে হবে। হিন্দু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমি পুর্ণ উত্তরটা বলছি।

পবিত্র কুরআন বলছে তোমরা প্রমাণ পেশ করো। এই উত্তরের ভিতর আমি প্রমাণ দেব, প্রমাণ ছাড়া আমি কিছুই বলবো না। তাহলে কাফের বলতে হিন্দুদের বোঝানো হয় না, সে হিন্দু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। মুরতাদ শব্দের অর্থ কি? যে প্রথমে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস এনেছিলো পরে ধর্ম পরিবর্তন করেছে, একে বলা হয় মুরতাদ। তাহলে মিঃ বেদাতের এই মন্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই; কথাটা সঠিকও নয়। এই মন্ত্যবটা আসলে পুরোপুরি ভিত্তিহীন। তারপর সেই মুসলিমরা, আমি জানি না তারা মৌলবাদি কি মৌলবাদি নয়; মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার তাদের আছে কিনা।

আমি বলবো প্রমাণ ছাড়া কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার কারো নেই। যদি প্রমাণ থাকে, যদি সেই লোকটাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়, যদি

সেখানে প্রমাণিত হয়- সে কুরআন অবমাননা করেছে; তাহলে ব্যাপারটা আলাদা। এটা নির্ভর করবে ডা. বেদাত তার মুসলিম ছাত্রদের কোন প্রমাণটা দিয়েছিলেন। এ রকম না হলে আমি বলবো যে কোন রকম প্রমাণ ছাড়া যদি মুসলিমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় তাহলে সেটাও ঠিক না। এটা ইসলামের বিরুদ্ধে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকারী– এখন প্রমাণ থাকলে কি মত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনো অধিকার আছে? এখানে আপনি কি বলবেন?

জাকির নায়েক– আমাকে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে সেটার উত্তর দেব। যদি এটা প্রমাণ করা যায় তখন কি তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার আছে? ব্যাপাটা যেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। সরকারের কাছে প্রমাণ আছে যে একজন লোক দেশের গোপন তথ্য পাচার করেছে; ইনডিয়ার আর্মী আর নেভী এয়ারফোর্সের কথা অন্য কারো কাছে ফাঁস করে দিয়েছে, সে ধরা পরে। আর সে প্রমাণিত সেই লোক যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাহলে সরকার তাকে শাস্তি দিতে পারবেন কি না?

যদি প্রমাণিত হয় দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তাহলে অব্যশ্যই শাস্তি হয়া উচিত। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এটা প্রশ্নটার দ্বিতীয় অংশ যে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অথবা প্রথম প্রশ্নের কথাও বলতে পারেন মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে কিনা? আপনারা দেখবেন অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন ধরুন, ট্রেনের চেন টানলে যদি কোনো কারণ ছাড়া ট্রেনের চেন টানেন তাহলে পাঁচ শত টাকা জরিমানা সাথে তিন মাসের জেলও হতে পারে।

এই অপরাধে ধরা পরলে একজন জর্জ হয়তো পাঁচ শত টাকা জরিমানা করবেন অন্য জর্জ হয়তো জরিমানার সাথে একমাস জেল দেবেন, আরেক জন হয়তো তিন মাসের শাস্তি দেবেন, কেউ হয়তো দুটো শাস্তি দেবেন। জর্জ বদলানোর সাথে সাথে শাস্তিটাও বদলে যেতে পারে। দেখা যাক ধর্মীয় মৌলবাদ এ ব্যাপারে কি বলতে পারে। কেউ ধর্মের অবমাননা করে শব্দটা বলেন নি, আমি বললাম। অবমাননা করলে কুরআন কি বলছে? কুরআনের উদ্বৃতি দিচ্ছি।

পবিত্র কুরআনের সুরা মায়েদার ৩৩-নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ

خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ : যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। এই আইনটা আছে পবিত্র কুরআনের একটা আয়াতে।

পবিত্র কুরআনের সুরা নাহালের ১২৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, এমতাবস্থায় আমি হলে তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে কি করতাম? কুরআন অনেক অপশন দিয়েছে; তবে আমি তার সাথে পাবলিক ডিপেন্ড করতাম। বিচার নির্ভর করে জাজের উপর; জাজ আলাদা হলে শাস্তিটাও আলাদা হতে পারে। কোনো একটা বিচার কাজে যথেষ্ট প্রমাণ যদি দেখানো হয়। আর আজকের আলোচনা যেহেতু মৌলবাদ নিয়ে; যদি আপনারা বাইবেল পড়েন, বাইবেলে বলা হয়েছে– (আমার ভুল হলে ফাদার শুধরে দিতে পারেন) ওল্ড টেস্টামেন্টের তিন নম্বর বই ২৪ নম্বর অধ্যায় আর ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "যদি কোনো লোক প্রভুর নামে অবমাননা করে তাকে অবশ্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।"

তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে ধর্মের অবমাননা করলে। ফাদার আপনার সন্দেহ থাকলে বাইবেল খুলে দেখে নিতে পারেন। আমি হুবহু উদ্বৃতি দিচ্ছি, ফাদার। যেটা বলবেন সেটাই বলবো সেটা যে কোনো ভার্সন হতে পারে। কথাটা আগে শেষ করি, যদি মৌলবাদি খ্রিস্টান হন তাহলে বাইবেল মেনে

চলবেন। আর বাইবেল বলছে ২৪ নম্বর অধ্যায় আর ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে- "যদি কোনো লোক প্রভুর নামে অবমাননা করে তাকে অবশ্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।" সবাই তাকে পাথর মারবে। কেউ যদি সেই দেশে থেকে প্রভুর নামে অবমাননা করে তাকে অবশ্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। যদি ভালো খ্রিস্টান হন তাহলে বাইবেল যেটা বলছে- প্রভুর নামে অবমাননা করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। বাইবেলে হয়তো অন্য শাস্তিও আছে, তবে এটাও একটা শাস্তি।

ফাদার প্যারেইরা : এখানে আমি আপনাদের অন্য আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে পারি। আপনারা হয়তো জনগণের বিচার, পিপলজাসটিস বা লিংচিন এর নাম শুনেছেন। আমেরিকায় এরকম হতো। ইতিহাস ঘাটলেই দেখবেন একজন খ্রিস্টান নিগ্রো লোকের বিরুদ্ধে এক শেতাঙ্গ অভিযোগ করলো- সে আমার মেয়েকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছিলো; আর সেই জায়াগাতেই তাকে ফাঁসি দিন। তাহলে এই ধরনের বিচারের কথা আপনারা মনে রাখবেন। এখনকার দিনে অনেক ইসলামিক দেশে এরকম বিচার হয়। আমার কাছে একটা রিপোর্ট আছে। পাকিস্তানের একটা ঘটনা এভাবে বিচার করে তারা মানুষ মেরেও ফেলেছে। আপনারা চাইলে রিপোর্টা ফটোকপি করতে পারেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। আর একটা দেশে এতোবেশি আলেম আছে যে তারা শরীয়তের বিরুদ্ধে আইনও জারি করতে পারে; আর সে দেশটা হলো ইরান।

ইরানে এরকম ঘটনা খুব বেশি হয়। অনেক দেশে শরীয়তের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়; আর অনেক জায়গায় কুরআনের ব্যাখার বিরুদ্ধেও মামলা করা যায়। আর অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, মৌলানাদের ব্যাখ্যাটা ভুল; আর এগুলোর পিছনে রয়েছে পলিটিকস। সেই জন্য এখানে ইসলাম ধর্মকে দায়ী করা ঠিক হবে না। আপনাকে আসলে রাজনৈতিক পরিস্থিটা দেখতে হবে। যেমন ধরুন, বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তান; আপনারা আলজেরিরার কথাও বলতে পারেন; এরকম অনেক আছে। এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। ডা. বেদাতের ঘটনাকে আপনারা জনতার বিচারের কথা বলতে পারেন। আপনি ঠিক করলেন কাউকে আপনি শাস্তি দেবেন, আর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। শাস্তি কার্যকর করার অধিকার আছে কার? শুধুমাত্র রাষ্ট্রের। আর বিচারটা হবে নিরপেক্ষ। কিন্তু সম্যসা হলো- পৃথিবীর অনেক দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা হলো খুবই দুর্বল। আপনারা বাংলাদেশের একই অবস্থা দেখবেন। এখানের এই পরিস্থিতিটা অনেক অস্থিতিশীল। সেই জন্য অনেক কিছু সঠিকভাবে পালন করা যায় না। সেই জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এখন আমাদেরকে বিভিন্ন রকম হুমকী দিচ্ছে।

আরেক কথা, যে মাওলানা ৫০ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে, তাকে কিন্তু গ্রেফতার করা হয়নি। তিনজন মাওলানা তসলিমার মাথার উপর পুরস্কার

ঘোষণা করেছে। সব মানুষজন এটা জানে, কিন্তু কাজটা কেউ করে দেখাচ্ছে না। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিছু দিন আগে, আপনারা হয়তো পত্রিকায় খবরটা দেখেছেন যে, আয়াতুল্লাহ খামিনি বলেছেন- একজন আয়াতুল্লাহর ফতোয়া তার আগে ফতোয়া বাতিল করে দিতে পারে। এটা বলতে এতো দিন সময় লাগলো কেন? বুঝতেই পারছেন, কারণ হলো পলিটিকস। আপনারা জানেন সালমান রুশদীকে নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছিলো তখনকার আয়াতুল্লাহ যে ফতোয়া জারি করেছিলো সেটাকে এখন রহিত বলা হচ্ছে। কারণ, এটা হলো পলিটিকস। তাই ইসলামকে আপনারা পলিটিসিয়ানরা ধার হিসাবে ব্যবহার করবেন না; প্লিজ করবেন না। এ রকম করেছে অনেক উদাহরণ আছে।

খ্রিস্টানরা এরকম করেছে অনেক উদাহরণ আছে, হিন্দুরা করেছে অনেক উদাহরণ আছে, মুসলিমরা করেছে অনেক উদাহরণ আছে, শিখরা করেছে তারও উদাহরণ রয়েছে। সব ধর্মানুসারীরা এভাবে অনেকে পলিটিকসের খাতিরে ধর্মকে ব্যবহার করে। তাদের নিকট ধর্ম হলো অস্ত্র। খ্রিস্টান ধর্মে এ রকম অনেক উদাহরণ দেখবেন। ইতিহাস ঘাটলেই দেখবেন এ রকম অনেক আছে। তাহলে এই ব্যাপাগুলো আপনারা মনে রাখবেন; এটা মতজাসটিস। এই ব্যাপারটাকে কোনোভাবেই অনুমোদন দেওয়া যায় না। তবে সরকার দুর্বল বলে কিছু করতে পারছে না, সেই জন্য এ ধরণের ঘটনা ঘটছে।

প্রশ্ন-৩. আমার প্রশ্নটা ডা. জাকির নায়েকের কাছে। ডা. নায়েক এখানে তার ডেবিকেল স্কেল দেখালেন। আমি এক কথায় আপনার একটা উত্তর চাই; আর তা হলো- তাসলিমা নাসরিনের সাথে যা করা হয়েছে, ফতোয়া জারি করা হয়েছে; আপনি কি এই অমানবিক ফতোয়াকে সমর্থন করেন, নাকি বিরোধিতা করেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন, যে লোকগুলো লেখিকা তাসলিমা নাসরিনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তার মানে দুই তিন বা চার জন। তারা তাসলিমা নাসরিনের নামে মৃত্যুদণ্ড জারি করেছে, এটা অমানবিক কি না। এখন ভাই, আমি একজন ইসলামিক মৌলবাদি; ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ি এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না; এক কথায় দেওয়া যাবে না। তাই আগে এই ব্যাপারে কিছু বলিনি। তাহলে তাকে আদালতে ডেকে আনতে হবে আর সব প্রমাণ দেখার পর তাকে জেরা করার পর আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার পর তাকে নিজের পক্ষে বলার সমান সুযোগ দেওয়ার পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। তা না হলে আমি তাকে চিনিই না. পরিচয় হয়নি; সেই জন্য এটা বলতে পারবো যে, আমি পক্ষে নাকি বিপক্ষে। ইসলাম আমাকে অনুমতি দিচ্ছে না ভাই। অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্ন-৪. আমি আসলে পরিপূর্ণ সাংবাদিক নই। এখন আমার প্রশ্ন হলো- ডা. নায়েক, যে লোকগুলো তাসলিমার নামে ফতোয়া জারি করেছে তারা কি তাকে কোন রকম সুযোগ দিয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যারা তার নামে মৃত্যুদণ্ড জারি করেছে, তারা কি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েছে? এ বিষয়টা আমি জানি না, বিশ্বাস করেন আমি জানি না। হতে পারে তারা তাকে সুযোগ দিয়েছে আবার নাও হতে পারে; আমি জানি না। আর এ বিষয়ে খবরের কাগজের রিপোর্ট বিভিন্ন রকম। আমি এখানে সত্যি কথা বলবো; এখন না জানলে আমি বলবো কি করে? তাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি না। আমি খবরের কাগজ দেখেছি, তার মধ্যে একটা পত্রিকা বলছে- তার বয়স ২৯ বছর, আরেকটা বলছে তার বয়স ৩১ বছর, আরেকটা বলছে ৩৯ বছর। আবার তার শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে পত্রিকাগুলোর কোনোটি বলছে সে এমবিবিএস ডাক্তার, আরেকটা বলছে গাইনোকলোজিস্ট। এখন যদি বলেন কিসের ডাক্তার? আমি বলবো– আমি জানি না।

প্রশ্ন-৫. আমার প্রশ্ন ডা. বিয়াসের কাছে। ডা. নায়েক অনেক কথা বলেছেন, উনি বিভিন্ন লেকচারে হিন্দু ধর্মের বা সনাতন ধর্মের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন; আর ধর্মে অনেক সংস্কার হয়েছে। তার কারণ হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম অনেক উদারপন্থী। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন বিয়াস- প্রথম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে সংস্কার হয়েছে এবং এই সংস্কারপন্থীদের উপর যে অনেক অত্যাচার হয়েছে, এটা কি হিন্দুধর্মের উদারপন্থী মনোভাব মনে করা যেতে পারে?

উত্তর : ডা. বাসুদেব বিয়াস : এর সহজ উত্তর হলো এই, আমার আগের বক্তা সেই কথাই বললেন। বিচার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়ার প্রথম উদাহরণটা গান্ধী হত্যা। চারপাককে বৃহস্পতি অবতার বলে মানি।

প্রশ্নকারী- সংস্কার করতে গেলেই অত্যাচার হয়েছে। গান্ধী হত্যা প্রথম উদাহরণ না, সম্ভুক প্রথম উদাহরণ। আপনি চাইলে এ রকম উদাহরণ আরো দেওয়া যেতে পারে।

ডা. বিয়াস- দেখুন এই যাবতীয় উদাহরণ কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ফল। এই জন্য আমি সবার আগে ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করবো। সম্ভুকের উদাহরণটা আপনি বাদ দেন; এই উদাহরণটা আপনি ভুলে যান। আমি বলেছি যে, সঠিক নিয়মে বিচার না করে চারবাকের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল।

প্রশ্নকারী– সব সংস্কারবাদিদের উপর অত্যাচার হয়েছে।

ডা. বিয়াস- আপনি বললেন চারপাকের উপর খুব অত্যাচার করা হয়েছে। ইতিহাসে কি এরকম কিছু বলা আছে? সম্ভুকের ব্যাপারটা একটু ব্যাখা করে বলেন।

প্রশ্নকারী– না, না সব সংস্কারবাদীদের উপরই অত্যাচার হয়েছে।

ডা. বিয়াস– আগে আপনি চারপাক সম্বন্ধে বলুন।

প্রশ্নকারী– সব সংস্কাবাদিদের উপর অত্যাচার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আমি এখানে অযোধ্যার ব্যাপারে বলতে চাচ্ছি। অযোধ্যার ব্যাপারে যারাই কথা বলেছে, হিন্দু ধর্মের খারাপ রীতি আর খারাপ অনুশাসন নিয়ে এ পর্যন্ত যে সব লোকজন কথা বলেছে, যারাই কথা বলেছে, তাদের সবার উপর হিন্দু ধর্ম শারীরিক অত্যাচার করেছে। এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি। এই কথাটা সত্যি না যে, সংস্কারবাদিদের সবার উপর অত্যাচার করা হয়েছে? আলোচনা আর বিতর্ক তো সব সময় হয়েছে তবে শারীরিক অত্যাচারও করা হয়েছে এরকম অনেক উদাহরণ আপনিও দেখতে পারবেন।

ডা. বিয়াস– আপনি চারপাকের কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন। আপনাকে অনুরোধ করছি আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, চারপাকের উপর যে অত্যাচার হয়েছে সেটা আপনি কোথায় পেয়েছেন? সেটা আমাকে বলেন। আমি প্রশ্নের উত্তর দেব, কোনো ভুল হয়ে থাকলে সেটা মেনে নেয়ার জন্য রাজি আছি। আমি সব সময় সংশোধনের জন্য প্রস্তুত আছি। এখন আপনি শুধু বলেন চারপাকের উপর যে অত্যাচার হয়েছে সেটা আপনি কোথায় জানতে পেরেছেন? আমার কোন ভুল হয়ে থাকলে সেটা স্বীকার করতে রাজি আছি।

প্রশ্নকারী : আমরাতো সবই জানি চারপাকের উপর অত্যাচার হয়েছে। এটা তো আমরা সবাই জানি। আপনি নিজেও চারপাক সম্বন্ধে বলতে পারেন যে, চারপাকের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। চারপাকের উপর হয়েছে, সম্ভুকের উপর হয়েছে; অবশ্যই অত্যাচার হয়েছে।

ডা. বিয়াস : আমি, আপনারা যা বলছেন সেটা সম্বন্ধে বলতে পারব না। চারপাক সম্পর্কে যা বলতে পারি- চারপাককে আমরা বৃহস্পতি অবতার বলে মানি। চারপাক সেই সময় নাস্তিক্যবাদ চালু করেছিলেন যা আজকের দিনেও টিকে আছে। আর আমি ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে যতোটুকু জানি, এখানে আমি পেয়েছি যে চারপাককে আমরা শ্রদ্ধা করি। এখন ইংরেজি শিক্ষা চালু হওয়ার পরে একথা চালু হয়েছে যে, চারপাকের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু আমি সে রকম কিছুই জানি না। আপনি যদি এখানে প্রমাণ দিয়ে বলেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো; অথবা ভুল স্বীকার করে নেব; এব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নাই।

প্রশ্ন-৬. আমার নাম যাবেদ আলম। পেশায় একজন সাংবাদিক। ডা. নায়েক একটা কথা অনেক বার বলেছেন যে, অপরাধের মাত্রার উপর তার বিচার নির্ভর করে। আপনি এখানে আমেরিকার সরকার আর ইনডিয়ার সরকারের উদাহরণ দিলেন- যদি ইনডিয়ার সরকারের কোনো কর্মকর্তা বিশ্বাসঘাতকতা করে সে দেশের গোপন তথ্য পাচার করে অথবা আমেরিকার কোনো কর্মকতা দেশের কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়, যাতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এরকম আরো উদাহরণ। অথবা তাকে অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হবে। এবারে আমি আমার প্রশ্নটার ব্যাপারে বলছি।

ডা. নায়েক আরো যুক্তি দেখালেন যে, যেমন ধরুন তসলিমা নাছরিন। আপনি বললেন যে, এক এক রিপোর্ট এক এক কথা বলছে, সত্য কথা সেখান থেকে জানা যাচ্ছে না; হয়তো এটা নিয়ে আপনার সন্দেহ আছে যে, মাওলানার তসলিমা নাসরিনের উপর ফতোয়া জারি করেছে কিনা? এখন আমি বলবো তসলিমা নাসরিন যে কথাগুলো বলেছে এটা তার নিজের বিশ্বাস। এগুলো তাসলিমা নাসরিনের নিজস্ব বিশ্বাস। যেমন অনেকে বিশ্বাস করে যে, কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। তাহলে অনেকেই তসলিমা নাসরিনের বিচার করতে পারে, ডা. নায়েকও বিচার করতে পারেন। আপনি এখানে ডাকতে পারেন, তার বয়স জিজ্ঞেস করতে পারেন, সে কোন ধরনের স্পেশালিস্ট সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারেন, আপনি তাকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা মাথা কেটে ফেলতে পারেন অথবা নির্বাসন দিতে পারেন। এখন ধর্মের ব্যাপারে যদি এ রকম অনেক অথরিটি থাকে যেমন- হতে পারে মাওলানা অথবা সংকরাচার্য বা এই ধরনের কিছু, এ রকম অনেক অথরীটি; সবাই যদি বিচার করে? দেখুন, আমি এসেছি এলাহাবাদের গ্রাম থেকে। সেখানে একটা মসজিদ আছে সেই মসজিদে আমি অনেক বছর নামায পড়েছি।

আমি এই কথাটা জানি, সেই গ্রামের মুসলিমরাও জানে, হিন্দুরাও জানে যে, সেই মসজিদের বাইরের দেওয়ালে অনেক মুর্তি আছে; এগুলো এসেছে কোন মন্দির থেকে। এখন যদি আমাদের গ্রামের পণ্ডিত বলে এখানে একটা মন্দির ছিলো আর সেই জন্য আমাদের গ্রামের পণ্ডিত ঠিক করলো এই গ্রামের সব মুসলিমকে তারা মেরে ফেলবে; তারপর হিন্দুরা গ্রামের সব মুসলিমকে মেরে ফেললো। এ রকম হলে কি বলবেন?

সঞ্চালক : প্রশ্নটা এক কথায় না বললে উত্তর দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যায়। আচ্ছা আমি এক কথায় বলছি- অপরাধ নির্ণয় আর শাস্তির ব্যাপারে কি ধর্মের মধ্যে অনেকগুলো অর্থরীটি থাকতে পারে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই এই ছোট প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আর আপনি কম করে ১০-১৫ টা প্রশ্ন করেছেন। আচ্ছা মাত্র একটা প্রশ্নের উত্তর দেব, বাকি সবই বাদ। তাহলে উত্তর না দিলে দোষ দিবেন না ভাই। আমার কথায় ভুল উদ্বৃতি দিলেন; এই তিন মাওলানা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে, আমি এই কথা বলিনি। শাস্তি দিতে পারে, তবে সেই শাস্তি যে শাস্তি সরকারে বিধানে রয়েছে। দ্বিতীয় পয়েন্টা হলো- আপনি বললেন ডা. জাকির নায়েক তাকে এখানে ডেকে আনতে পারে, তার বয়স জিজ্ঞেস করতে পারে এবং সে কোন পেশায় জড়িত তাও জিজ্ঞাসা করতে পারে। হাঁ, সেটা করা সম্ভব, ঠিক আছে। তবে ডা. নায়েকও তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে না অথবা তার হাত পা কেঠে ফেলতে পারে না। ডা. জাকির নায়েক পারবে না; কারণ আমার সে অথরিটি নেই।

আমি দিতে পারি একটা ফতওয়া। এখন যদি বলেন 'ফতওয়া' শব্দটা কি? অনেকেই হয় তো এই আরবী শব্দ জানেন না। ফতওয়া মানে মতামত। যেহেতু আমার মতামতের কোন মূল্য নেই, যেহেতু আপনারা বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন; প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে, অধিকারটা আমারও আছে আপনারও আছে। যেমন- খুশবন্ত সিং তাকে দেশে থাকার জায়গা দিয়েছেন। এই মতামত প্রকাশের অধিকার আমার আছে, আপনারও আছে। তবে আমি তাকে শাস্তি দিতে পারবোনা। একজন কাজি বা জাজের বিচার করে রায় দেওয়া ক্ষমতা আছে। এখন ফতওয়া আর মামলার রায়ে অনেক পার্থক্য। আপনাদের একটা উদাহরণ দেই- ধরুন, একজন উকিল তিনি জাজকে তার মতামত জানালেন, জাজ তার সাথে একমত নাও হতে পারেন। ফতোয়া আর বিচার এক জিনিস নাও হতে পারে। এই কথাটা মনে রাখবেন।

আর আমাকে একজন এক্সপার্ট বলতে পারেন, যদিও আমি এক্সপার্ট না। একজন ডাক্তার হিসাবে ইসলামের উপর ফতওয়া দিতে পারি না; ব্যক্তিগত মতামত হিসাবে আমি ফতওয়া দিতে পারি, সাধারন মানুষ হিসাবে। কারণ আমি কাজি বা জাজ নই। এবারে আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে আসি যে, এটা কি সম্ভব? আমার ভুল হলে বলতে পারবেন, একটা অপরাধের কি অনেক শাস্তি থাকতে পারে? নাকি বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন শাস্তি? আপনার প্রশ্নটা আর একবার বলবেন?

প্রশ্নকারী : প্রত্যেক দেশের একটা নিজস্ব আইন আছে। যেমন ধরুন, ইনডিয়ার সরকারে একটা আইন আছে; সেই আইন অনুযায়ী সরকার সিদ্ধান্ত নিবেন, একটা অপরাধের বিচার কেমন হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মীয় সেন্টারে এ বিচারগুলো করছে। এখন আপনার মতে ইনডিয়া কি অনেকগুলো ধর্মীয় সেন্টার থাকতে পারে?

ডা. জাকির : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন, ধর্মীয় সেন্টার বিভিন্ন জায়গায় বসানো যেটা কি না ইনডিয়া বলেন বা বাংলাদেশের কথা। বলছি, আপনারা হয়তো ইসলামিক আইনটা আসলে বুঝতে পারেন নি। ইনডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল' শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোর বিচার করতে পারে। যেমন- ডিভোর্স অথবা বিয়ে অথবা উত্তরাধিকার। এই বোর্ড ক্রিমিনাল মামলার বিচার করতে পারে না। কারণ, ইনডিয়ায় ফৌজদারি আইন সবার জন্য এক। তাহলে প্রশ্নটা ভিত্তিহীন। বাংলাদেশের ব্যাপারে আমি আসলে জানি না। ভাববেন না আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছি। আমি জানি না বাংলাদেশের মুসলিম পারসোনাল ল'টা কেমন বা সে দেশের বিচার ব্যবস্থাটা কি রকম।

যদি আগেকার দিনের ইসলামের কথা বলেন, সে আমলে ছিলো খিলাফত। একজন খলিফা থাকতেন, তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। ছোট আদালত ছিলো। এখানে যেমন জজ কোর্টের পরে হাইকোর্ট, পরে সুপ্রিমকোর্ট আছে এরকম। খিলাফতের সময় সর্বোচ্চ আদালত ছিল খলিফা নিজে। তিনি প্রধান বিচারক। কাজিকে তিনি নিয়োগ দিতেন। এখানে যেমন নিচে বিচার না পেলে উপরের আদালতে যান। তবে এখন খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এখন সেই দেশে হয়তো কিছু আইন আছে। এখন লোয়ারকোর্ট, হাইকোর্ট, বা সুপ্রিমকোর্ট। সেদেশের বিচার ব্যবস্থাটা তো দেখতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকারী- আমি আসলে আরেকটা ব্যাপারে জানতে চাইবো। আগের প্রশ্নটা নিয়েই বলছি। এরকম যদি ধর্মীয় সেন্টার থাকে, হয়তো একজন মাওলানা সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের সরকার তাকে হাইকোর্টের বা সুপ্রিমকোর্টের জাজ বানায় নি। এমতাবস্থায় তাসলিমা নাসরিনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনো অধিকার কি সে মাওলানার আছে?

ডা. জাকির নায়েক : আপনি যদি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনতেন তাহলে উত্তরটা পেয়ে যেতেন। আমি বলেছি আমাদের সবারই ফতওয়া দেওয়ার অধিকার আছে। ফতওয়া মানে মতামত। সে লোক ফতওয়া দিয়েছে আর ফতওয়াটা হলো তসলিমা নাসরিনের মাথা চাই পঞ্চাশ হাজার টাকা। সবে মাত্র আপনি বললেন আগে একথা বলেননি, এটা নিয়েও বলবো। আগে আমি উত্তরটা দিয়ে নি। আপনি আবার প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন যদি চেয়ারম্যান অনুমতি দেন। এখন ফতওয়া বা মতামতের মাধ্যেমেও কেউ কি কারো মাথা কেটে ফেলার কথা বলতে পারে? মূলত মতামত প্রকাশের নিয়ম হলো মতামত দেওয়ার সময় কারো নামে কুৎসা রটাবে না, কারো নামে উপহাস করবে না। এখন যদি এটা ইসলামিক দেশ হতো তাহলে তসলিমা সেই মাওলানার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারতো, অভিযোগ করতে পারতো।

আমি আগে উত্তরটা শেষ করি ভাই। আপনার প্রশ্নের সময় কিন্তু আমি বাধা দেইনি, আমার উত্তরে বাধা না দিলে ধন্য হবো। আমি ইসলাম সম্পর্কে একটা ধারণা দিচ্ছি আপনাদের। প্লিজ ভাই, কথা বলবেন না। তার অধিকার আছে যদি সেটা ইসলামিক দেশ হয়। বাংলাদেশ কতোখানি ইসলামিক শরিয়া মেনে চলে ইসলামিক আইন কতো খানি প্রয়োগ করা হয় আমি জানি না। হয়তো বা মেনে চলে অথবা চলে না। তার অধিকার আছে, যদি তার মনে হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সুবিচার হয়নি মাওলানাকে আদালতে নিয়ে যেতে পারে, যদি সে চায়, যদি তার প্রমাণ থাকে। এখন উত্তর দেওয়ার আগে ফাদার প্যারেইরার বলা কথাগুলোর উদ্বৃতি দিচ্ছি।

ফাদার বললেন, ধর্ম অবমাননা অপরাধে কাউকে অভিযুক্ত করা আর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা খুবই সহজ। এখানে তিনি তসলিমা নাসরীনের উদহারণটা বললেন। আমি বলবো, ফাদার প্যারেইরার কথা মতো ব্যাপারটা মোটেও এতো সহজ নয়। কারণ আপনি যদি আদালতে স্বাক্ষী নিয়ে আসেন, অপরাধটা ছোটখাটো হলে দু'জন স্বাক্ষী লাগবে অপরাধ গুরুতর হলে চার জন স্বাক্ষী। আর যদি চার জনের একজন মিথ্যা কথা বলে যদি ধরা পরে যে চার জনের মধ্যে একজন মিথ্যা কথা বলছে, তাহলে চার জনের প্রত্যেককে আশি চাবুক মারা হবে; আশি চাবুক। ব্যাপরটা মোটেও সহজ নয়। এই ব্যাপারটা ইনডিয়ার কোনো আদালতের মতো শপথ করার মতো মোটেও এতো সহজ নয়; যা বলবো সত্য বলবো সত্য বৈ মিথ্যা বলবো না।

তারপর মিথ্যা বলবেন, এতো সহজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রত্যেককে আশিটা করে চাবুক মারা হবে। আর বিশ্বাস করুন, চাবুকের আঘাত সহ্য করা বড়ই কঠিন। ফাদার প্যারেলা যেমনটা বলেছেন এটা মোটেও তেমন সহজ ব্যাপার নয়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন-৭. প্রশ্নকারী জনাব সাজিদ রাশিদ। আমরা এমন একটা দেশে বাস করি, যেখানকার অধিকাংশ মানুষই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। আমাদের দেশের একটা সংবিধান রয়েছে- যেখানে বিচার করার আইন-কানুনও লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখন এরকম একটি দেশে থেকে "কুরআনের ভুল নিয়ে কেউ কোনো কথা বললে, কুরআন ভূল বলছে, ইসলাম ভুল বলছে ইত্যাকার নানা কথা বলে বেড়ালে তাকে কি আপনি সেই শাস্তি দেবেন যে শাস্তির কথা কুরআনে লেখা আছে? তাহলে আপনি যে দেশে আছেন, সেই দেশে যে সংবিধান আছে সেটা কি তাহলে ঠিক নয়?

উত্তর : ড. জাকির নায়েক : ভাই আপনিও একই রকম প্রশ্ন করলেন। যেহেতু আমাদের ধর্মটা আলাদা, তাই কি আমরা কি আলাদা আইন মেনে চলবো? কেউ যদি কুরআনের অবমাননা করে, তাহলে কি আমরা ইসলামিক আইন মেনে চলতে পারি?

ভাই আপনাকে এ ব্যাপারে একটি পরিস্কার ধারণা দিতে চাই। আপনি পৃথিবীর যে কোনো দেশের ক্রিমিনাল ল' টা দেখতে পারেন; হোক সেটা সৌদি আরব, হোক সেটা ইরান অথবা পাকিস্তান অথবা আমেরিকা অথবা ইংল্যান্ড কিম্বা ভারত ক্রিমিনাল ল সব স্থানেই একই রকম। বদলাতে পারেন সিভিল ল' দেওয়ানী আইন। ক্রিমিনাল ল' সবার জন্য সমান, সে হোক মুসলিম বা অমুসলিম। ইনডিয়াতে ক্রিমিনাল ল' সবার জন্য সমান, হোক মুসলিম বা অমুসলিম। তাহলে আলাদা ক্রিমিনাল ল' পাবেন না। আপনি মন্তব্য করতে পারেন, আপনি মতামত জানাতে পারেন যে, এই লোককে এক বা দুই বছরের জেল দিতে হবে অথবা মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। তবে সেটা কার্যকর করতে পারবেন না। কারণ ক্রিমিনাল ল' সবার জন্য সমান। যদি সেটা ইসলামিক দেশ হয় তাহলে ইসলামিক আইন মেনে চলতে হবে। কুরআনের কথার বাইরে যাওয়া যাবে না। তবে যেহেতু ইনডিয়া ইসলামিক দেশ নয়, আমরা এখানে ক্রিমিনাল ল'য়ের ক্ষেত্রে কুরআনের আইন প্রয়োগ করতে পারবো না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ।

প্রশ্ন-৮. আমি মারিয়া পেরেস, একজন রিলিজিয়াস সিসটার। আমার প্রশ্নটা মি. অশোক শাহানীর কাছে। মি. শাহানী, আপনি তাসলিমা নাসরিনের এই লজ্জা নামের বইটি মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করলেন কেন?

উত্তর : অশোক শাহানী : অবশেষে একটা সহজ প্রশ্ন এলো। আমি বইটা অনুবাদ করেছি তার একটা কারণ হলো- বইটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে; আর একটা কারণ হলো- বইটাকে অনুবাদ করা এক ধরনের অনুশোচনা বলা যায়। আর আমি বলবো তাসলিমার নাসরিনের সত্য কথা লিখার সাহস আছে। তিনি বইটিতে দেখিয়েছেন যে, সংখালঘু হিন্দুদের উপরে সেখানে কি রকম অত্যাচার করা হতে পারে। আর সেই দেশে মুসলিমরা সংখাগরিষ্ঠ। এছাড়া আমাদের দেশেও একই রকম দেখা যায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার। একইভাবে মুম্বাইতে ডিসেম্বর জানুয়ারীর দাঙ্গায়ও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। আমার মতে, শিক্ষিত মানুষ এরকম করতে পারে না। আমি মহারাষ্ট্রে জন্মেছি, একজন মারাঠি হিসেবে বলবো, এটা আমাদের সবাইকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। তসলিমা নাসরিনের সাহস আছে, তাই সত্যি কথাটা বলেছে বলেই আমার বিশ্বাস ।

প্রশ্ন-৯. আমার প্রশ্নটা ডা. জাকির নায়েককে উদ্দেশ্য করে। আমার মতে বাংলাদেশের লোকজনই এটার জন্য দায়ী। কারণ তারা তসলিমা নাসরিনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে; আর এজন্য ব্যাপারটাকে নিয়ে এতো কথা বলা হচ্ছে। তারা এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলে এতো কথা উঠতো না, এতো লেখালেখি হতো না। আমরাও এটা নিয়ে আজকে বির্তক করতাম না।

উত্তর : ড. জাকির নায়েক ঃ ভাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, যদি এই তথাকথিত মুসলিম মৌলবাদিরা তসলিমার মাথার উপরে পুরস্কার ঘোষণা না করতো তাহলে আজকে আলোচনা হতো না। হাঁ, আমি এ বিষয়ে একমত। তবে আপনি দোষ দিলেন মুসলিম মৌলবাদিদের, কিন্তু আমি দোষ দেব মিডিয়াকে। এখানে মতামতটা আলাদা। আর আপনারা দেখবেন একটা অখ্যাত সংগঠন "বাংলাদেশ সাহাবা সৈনিক পরিষদ।" কে এটার নাম জানতো? কেউ না। এমন কি যদি সেই সংগঠনের লিডার মোঃ হাবিবুর রহমান, আমিও নামটা জানি, এই লোকটা মৃত্যুদণ্ডটা জারি করেছিলো। যদি এরকম অখ্যাত সংগঠনের নেতা এরকম বলেও থাকে, ইনডিয়ার খবরের কাগজ কেন এটাকে ফলাও করে প্রচার করবে? সামনের পাতায় একেবারে সামনের পাতায় খবর? বাংলাদেশে হাইকমিশনার বলেছে, এই খবরটা আমি পড়েছি দিল্লি নিউজ পেপারে।

ইনডিয়ার বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেছেন ইনডিয়ার খবরের কাগজ তসলিমাকে নিয়ে যতো খবর ছেপেছে সেটা বাংলাদেশের সব নিউজ পেপারে এক পারসেন্ট খবরের অনেক কম হবে। আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন এই জন্য মুসলিম মৌলবাদিদের দোষ দেওয়া যায় কি না? হাঁ, আপনি দোষ দিতে পারেন; আর আমি বলবো তারা দোষী হতে পারে আবার দোষী না ও হতো পারে। সেটা যাই হোক, আমার মতে ইনডিয়ার সাংবাদিকরা ইনডিয়ার খবরের কাগজ দ্বারা আরো বেশি প্রচার করেছে। তাদের এভাবে প্রচার করা কোনোভাবেই উচিত হয়নি। যদি খবরের কাগজ এভাবে প্রচার না করতে তাহলে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম না।

প্রশ্নকারী : ইনডিয়ার খবরের কাগজ এই খবরটা প্রচার করেছে তার জীবন বাঁচানোর জন্য। তসলিমাতো একেবারে একা ছিলো, একজন মহিলা; খবরের কাগজ তাকে মৌলবাদিদের হাতে থেকে বাচিয়েছে, মিডিয়া আসলে তসলিমার জীবন রক্ষা করেছে।

ডা. জাকির : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন মিডিয়া তাকে এক অখ্যাত সংগঠনের হাতে থেকে বাঁচিয়েছে। এখন ধরুন শুনলেন ট্রেনের ভিতর একজন বললো আমি প্রধানমন্ত্রীকে মেরে ফেলবো; আর সঙ্গে সঙ্গে খবরের হেড লাইন, তাই না? আমি এ প্রশ্নের কোনো উত্তরই দিতে চাইনা। আপনি ইনডিয়ার মিডিয়ার প্রশংসা করলেন। এটা আমার মতামত। আমার মতামতটা ভুল হতে পারে; আমি বলছিনা আমার মতামতটা সঠিকই হবে। আপনারা অনেকেই আমার মতামতের সাথে একমত হবেন আবার অনেকেই হবেন না। এখন অখ্যাত কাউকে নিয়ে মতামাতি করা আদৌ ঠিক কি? এই ঘোষণাটা যদি বড় কোনো সংগঠন দিতো তাহলে চিন্তা করা যেতো। আমি কিন্তু এটা বলছি না যে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা ভুল

হয়েছে নাকি সঠিক হয়েছে। আমি শুধু বলছি, এটাকে হেডলাইন করার কি দরকার ছিলো? এটা স্পর্শকাতর বিষয়। এটা আমার মন্তব্য; আমার মতামত ভাল লাগলে মানতে পারেন, ভাল না লাগলে বাদ দিতে পারেন।

অশোক শাহানী : আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম; আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম তা হলো- তাসলিমা নাসরিনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা বাংলাদেশের কোনো অখ্যাত রাজনৈতিক দল দেয়নি; এই রায়টা দিয়েছিলো সেই দেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'। (তথ্যটি সঠিক নয়।- অনুবাদক)

প্রশ্ন-১০. আমি প্রফেসর হামজা ইরানি। আমার প্রশ্নটা ভাই অশোক শাহানীর কাছে। আপনি বললেন যে, ইনডিয়া সাংবাদিকদের কারণে তসলিমা নাসরিনের জীবন হুমকির মুখে পড়ে, আর এই ভাই বললেন সাংবাদিকরা তসলিমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে । আপনি প্রথমে বললেন, আমি জানি না আপনি আসলে সাংবাদিক কি না। আপনাদের দুজনের কথা দুরকম। আপনার কথা অনুযায়ী সাংবাদিকরা তসলিমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আর তার কথা অনুযায়ী সাংবাদিকরা তসলিমার জীবন বাচানো চেষ্টা করেছে। এখন আমি জানতে চাই, কোনটা সঠিক? তারা কি তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে না কি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে?

উত্তর : অশোক শাহানী : আসলে ব্যাপারটা ঠিক এতোটা সহজ নয়। আমার মতে ব্যাপারটা বেশ জটিল; কারণ, বাংলাদেশের মৌলবাদিরা আগে থেকে তসলিমা নাসরিনের উপর ক্ষেপেছিলো। এর আগে উনি খবরের কাগজে যে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। যদি আমার ব্যক্তিগত মতামতটা চান তাহলে বলবো- মৌলবাদিরা হয়তো ভুল খবরের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তাসলিমা নাসরিন ঢাকা থেকে প্যারিস যাওয়ার পথে একদিন কলকাতায় ছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন কলকাতা আমার দ্বিতীয় ঘর। এ ভাবে যদি কথা বলেন, ধরুন আমাদের এখানে মানে মুম্বাইতে ইমরান খান আসলেন আর বললেন 'মুম্বাই আমার দ্বিতীয় ঘর'। এই কথাটা হয়তো পাকিস্তানের লোকজন অতটা পছন্দ করবে না। অথবা ধরুন, গাভাস্কার যখন ইমরান খানের ক্যানসার হসপিটালে গেলেন কাগজে তা নিয়ে খুব লেখালেখি হলো। অনেকেই বললো- গাভাস্কারের ওখানে যাওয়াটা উচিত হয়নি। অনেক কিছুই এরকম আছে। সেই জন্য আমি বলছি, ব্যাপারটা একটু জটিল। তবে আমি আরো বলবো, সাংবাদিকরা কিন্তু এর সবার সামনে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি; কোনো খবরের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়নি। অথচ এটা তাদের কারণে, শুধু তাদের রিপোর্টের কারণে ঘটনাটা এতো দুর গড়িয়েছে। আমার মতে ব্যাপারটা এরকমই।

প্রশ্ন-১১. আমার নাম রবি। আমার প্রশ্নটা ডা. বিয়াসের উদ্দেশ্যে। আপনি বললেন যে, হিন্দু ধর্মের সাথে আলোচনা করার সুযোগ আছে যে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় সে ধর্ম নিয়ে অন্য পক্ষের সাথে আলোচনা করতে পারে। বালথ্যাকারে সাহেব কখনো অন্য দলের সাথে আলোচনা করেন নি; তারপর এলকে আদবানি বাবরী মসজিদ ভাঙার সময় কোনো মুসলিমের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করেন নি। এদের সাথে তাদের আলোচনা করা উচিত ছিলো? এখন আপনার মতামতটা জানতে চাই। এলকে আদভানি, বালথ্যাকারে সাহেব এরা কি হিন্দু?

উত্তর : ডা. বাসুদেব বিয়াস : আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, প্রথমে আমরা আজকের ট্রপিকটা নিয়ে আলোচনা করি, পরে অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা যাবে। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের কথা যদি বলি, আমি সেটার দায় নিতে রাজি আছি। কিন্তু পৃথিবীর সব হিন্দুর কাজের দায়ভার তো নিতে পারবো না। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে যদি এমন কিছু থাকে, হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে যদি এমন কিছু থাকে, আপনি যদি ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন, আপনাকে মেরে ফেলা হবে, হাত পা কেটে ফেলা হবে, দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে; এই কথা ধর্ম গ্রন্থে কোথায় আছে সেটা আমাকে বলুন। আমি এ ব্যাপরে কথা বলতে রাজি আছি। কিন্তু একজন হিন্দু লোক কি মন্তব্য করেছে সে ব্যাপারে বলতে পারবো না।

আপনার প্রশ্নটা রাজনৈতিক ব্যাপারে। আমি ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো থেকে দুরে থাকতে পছন্দ করি। যদিও এই সংসারে বসবাস করে রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দুরে থাকা বেশ কঠিন। এখানে আমি আপনাকে একটা কথা বলবো, আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখুন; এই প্রশ্নের উত্তর এলকে আদভানি আর বালথ্যাকারে সাহেব ভাল দিতে পারেন যে, হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী সনাতন বৈদিক ধর্ম অনুযায়ী তাদেরকে হিন্দু বলা যায় কি না? আমি এই ব্যাপারে কথা বলার কে? এখানে আমি আপনাদের আরেকটা কথা বলবো; ব্যাপারটা আমিও ভুল জানতাম। ডা. নায়েক সাহেব বললেন যে, 'ফতওয়া মানে কারো মতামত' তা আজকে জানলাম। এতোদিন জানতাম ফতওয়া মানে কোন ধর্মের রায়। কারণ, উঁচু পদের কারো সিদ্ধান্ত আদেশ দিলে সেটাকে ফতওয়া বলা হয়; আমি এটাই জানতাম। এতো দিন ভুল জানতাম । অনেক মুসলিমতো এই ভুল কথাটাই জানতো আর আমিও ভুল জানতাম। যা হোক ফতওয়া যে কারো মতামত হতে পারে সেটা জানতাম না।

এখন কথা হলো- ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তাকে শাস্তি দিচ্ছে। ধর্মর কথা বললে এ ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি, আমাদের ধর্মে পূর্ব পক্ষ বলে আর উত্তর পক্ষ বলে একটা ব্যাপার আছে। আপনারা জানেন, স্বামী

দয়ানোক স্বরসতির সময় অনেক রকম শাস্ত্রের বই পাওয়া যেত। সনাতন বৈদিক ধর্মের যে সংশোধন, ধর্ম থেকে যে কুসংস্কার ছড়ানো হয়, এই কাজটা শুরু করেছেন স্বামী দয়ানোক স্বরসতি। আপনারাও জানেন দয়ানোক স্বরসতির সময়েও আর উনি চলে যাওয়ার ৫০ বছর পরেও হিন্দু ধর্মে আজও সমাজের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন শহরে শাস্ত্র তৈরি করা হয়েছে, বই ছাপানো হয়েছে। তাদের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে। দর্শনের ব্যাপারে সংকরাচার্য আর ব্রহ্মাচার্যের মধ্যে একটু মতের অমিল হলো, ব্যস তারা আলাদা হয়ে গেল। এরকম তো অনেক উদাহরণ আছে। এখন কার দিনে কোনো নেতা তিনি যদি কোনো অনুচিত কাজ করেন, সেটার দায় কেন হিন্দু ধর্মের উপর দিতে চাচ্ছেন?

প্রশ্নকারী : আমি তো উত্তরটা ঠিকমতো পেলাম না। আপনি এর আগে একবার বলেছেন কর্মের ফলাফল পরলোকে পাবো। এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে- সনাতন বৈদিক এ ব্যাপারে কি বলতে চাচ্ছে? কর্ম জিনিসটা আসলে কী?

ড. বিয়াস : আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। তার আগে একটা কথা বলি মিঃ শাহানি তার লেকচারে একটা কথা বলেছেন- সব ধর্মে একটা বই আছে, এখন সেরকম বই বিশ্বাস করা যায় না, যেটা হাজার বছর বা লাখ লাখ বছর আগে তৈরী হয়েছে। এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা হলে আমি বলবো কোনো ধর্ম না মেনে অধার্মিক হয়ে থাকতে পারেন, আপনার সে অধিকার অবশ্যই আছে; তবে আপনার এরকম কোনো অধিকার নেই যে, আপনি অন্যদের কেউ বলবেন যে, ধর্ম বলতে কিছু নেই কোন ধর্মও মানার দরকার নেই। একটু মন দিয়ে শোনেন, আপনি হয়তো নাস্তিক, পরলোক মানেন না। এ রকম মানুষ সবসময় থাকে; আগেও ছিলো এখনও আছে অথবা হয়তো আপনি ধর্ম মানেন, ধর্ম গ্রন্থ মানেন, কিন্তু ধর্মে পরিবর্তন আনতে চান।

তাহলে আমার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন যে কর্মে ফলাফল পরলোকে গিয়ে মিলবে। যে লোক বিশ্বাস করে যে কর্মের ফলাফল পরলোকে গিয়ে মিলবে তার জন্য এই প্রশ্ন। যদি ভাবেন কর্মের ফলাফল পরলোকে মিলবে না, কর্মের ফলাফল ইশ্বর দিবেন না, তাহলে আপনি তো এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি যে, কর্ম বলতে কী বুঝায়? এই প্রশ্নটা হিন্দু ধর্মে করা যেতে পারে আবার অন্য ধর্মেও করা যেতে পারে। আপনি অন্য সময় যা করেন, পুজার সময় মন্দিরে গেলে হয়তো ধার্মিক হয়ে যেতে পারেন। এরকম কিছু আছে বলে জানি না। হিন্দু ধর্ম কর্ম বলতে যা বোঝায় তা হলো- সকাল থেকে শুরু করে রাত্র পর্যন্ত আর রাত্র থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা বারো মাস এ ভাবে সারা জীবন শরীর ইন্দ্রিয় আর মন দিয়ে আমরা যা কিছু করি সবই কর্ম। আর এই ব্যাপারটা আপনারা সব ধর্মের মধ্যে দেখতে পাবেন।

আমি একজন মানুষকে কোন দৃষ্টিতে দেখছি সেটাও একটা কর্ম। যদি আমি তাকে ভাল দৃষ্টিদে দেখি তাহলে পূণ্যের কাজ করছি, আর যদি তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখি তাহলে আমি পাপ করছি; এর শাস্তিও পেতে হবে। কর্ম বলতে শুধু মাত্র হাত আর পায়ের কাজগুলো নয় বরং ইন্দ্রিয় আর মন, বুদ্ধি, শরীর এই সবকিছু দিয়ে আমরা যা কিছু করি তার সবগুলো কর্ম।

এ ব্যাপারটা এ রকম না যে কর্মের ফলাফল শুধু এখানে পাবো। বরং প্রত্যেক কর্মের কিছু ফলাফল পরলোকেও ভোগ করতে হবে। যে লোক ইশ্বরে বিশ্বাস করে না, যে লোক পরলোক বিশ্বাস করে না তার সাথে পরে কথা বলবো; আমার উত্তরটা তাদের জন্য নয়। যে ইশ্বরে বিশ্বাস করে না তার সাথে আমি কথা বলবো না; ইশ্বর তার বিচার করবেন। আপনার যদি মনে হয় তাহলে এ শাস্ত্র বাদ দিতে পারেন। আপনি যে বলবেন কুরআন মানে না, বাইবেল মানে না, বেদ মানে না; তবে আপনাদের বুঝতে হবে আমাদের মতো কিছু মানুষ ধর্মকে মেনে চলে, ইশ্বরকে বিশ্বাস করে; আপনি মানতে না চাইলে মানবেন না। তবে যে ইশ্বরকে বিশ্বাস করে সে এটাও মানে যে, সে যে কাজগুলো করছে ইশ্বর উপরে বসে সব দেখছেন। আমরা কোনো বিষয় কারো উপর চাপিয়ে দেই না।

একবার একগুরু শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার পর প্রত্যেককে একটা করে ফল খেতে দিলেন আর বললেন, এ ফলটা নিয়ে যাও এবং এমন জায়গায় বসে ফলটা খাবে কেউ যেন দেখতে না পায়। কেউ বললো পানির ভিতর ডুব দিয়ে খেয়েছি, কেউ বললো ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে খেয়েছি, কেউ বললো জঙ্গলের মধ্যে খেয়েছি। এক শিষ্য এসে বললো গুরুজী! এমন জায়গা কোথায় পেলাম না, যেখানে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তাই ফলটা আবার এখানে নিয়ে এসেছি।

তাহলে এভাবে যদি চিন্তা করেন যে, আপনি যে কাজগুলো করছেন তা কেউ না কেউ দেখছেন। আর এর ফলাফল এখানে কিছু না পেলেও পরলোকে পাবেন; তাহলে আপনি খারাপ কাজ করতে পারবে না। আমি আরো একটা কথা বলবো, আপনারা ধরে নিন ধর্ম একটা কাল্পনিক বিষয়, ধরে নিন, যে জিনিস আমরা মানি না তা কাল্পনিক জিনিস; আমরা এটাকে সত্য বলে মানি। কেউ কেউ মনে করে ধর্ম আসলে আফিমের গুলি। ধরে নিলাম ধর্ম আফিমের গুলি, সমাজে ভালোর জন্য এই আফিমের গুলির অব্যশ্যই প্রয়োজন আছে। ধর্ম না থাকলে যে ভ্রষ্টাচর আসবে সেটাকে ঠেকানো খুব কঠিন হয়ে যাবে; চারিদিকে শুধু বিশৃঙ্খলা চলবে। এখন সমাজের অবস্থা এমন যে, পরোলোক আর ইশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস উঠে গেছে। এখন মানুষ শুধু নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস করে।

আমি অপরাধ করলে কীভাবে পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে হবে, অথবা কীভাবে পুলিশের লোক কে ঘুস দিতে হবে, অথবা এই রকম অন্যকোনো উপায়

অবলম্বন করে বেঁচে গেলাম। মনে করা হয়, কোনো অন্যায় করে আমি যদি বেঁচে যাই সেটা অপরাধ নয় আসলে সেটা বুদ্ধিমত্তা। যার যতো বুদ্ধি সে তত আয়োজন করে শাস্তির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। যদি বেঁচে যায়, তাহলে সব ঠিক আছে।

অপরাধ করার মূল কারণ হলো এটাই। যতো বেশি সেক্যুলার সমাজ তৈরী করবেন, অপরাধ ততো বেশি বাড়তে থাকবে। এটা কিন্তু থামাতে পারবে না। এসব অপরাধ আর অন্যায় কমানোর একটা উপায় হলো- এটা বিশ্বাস করা যে, আপনার সব কর্ম ইশ্বর উপরে বসে সব দেখছেন। **প্রশ্নকারী :** এতে তো কিছু বুঝা গেল না। আমি আপনার কাছে জানতে চেয়েছি যে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে কর্ম ও তার ফলাফল সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, সেটা। কর্ম জিনিসটা সম্পর্কে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র কি বলছে। আপনি তো এখানে আপনার নিজের মতো করে কথাগুলো বলে ফেললেন।

প্রশ্ন-১২. আমার প্রশ্নটা ডা. বিয়াসের কাছে। আপনি এখানে সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর আপনি বললেন যে, ধর্মে কিছু যোগ করা যাবে না। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো- আচ্ছা আপনি আমাকে এই কথাটা বলুন যে, সনাতন ধর্মের যে কোন বইতে হিন্দু ধর্মের না হিন্দু বলে উল্লেখ করা হয়েছে? সেখানে কি ধর্মটার নাম হিন্দু বলা হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে সনাতন ধর্মে হিন্দু শব্দটা কোথা থেকে এলো? সনাতন ধর্মের সাথে হিন্দু শব্দটার সম্পর্কটা কি, আর কোথা থেকে এলো?

উত্তর : ডা. বাসুদেব বিয়াস : আচ্ছা এখানে আপনি হিন্দু শব্দটা সম্পর্কে যেটা ভাবছেন যে, পারসিয়ানরা এদেশে আসার পর তারাই এখানকার লোকদের হিন্দু বলে ডাকা শুরু করলো; এটা একদম ভুল। সত্যি বলতে আমাদের আদি গ্রন্থে হিন্দু শব্দটা একেবারে স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু শব্দও আমাদের ধর্মশাস্ত্রে অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে। হিমালয় থেকে শুরু করে সিন্দু সরোবর পর্যন্ত সব জায়গাতেই প্রচলিত ছিলো এই একটা শব্দে। আর প্রথম অক্ষর আর শেষ অক্ষর দিয়ে শব্দটাকে সংক্ষিপ্ত করা যায়। যেমন- একজন ডাক্তার তার নামের প্রথমে ডি আর লিখবে এই শব্দটার প্রথমে ডি আর শেষে আর দিয়ে ডাক্তার এবং এম আর দিয়ে মিস্টার। এভাবে হিমালয় থেকে সিন্দু সরোবর পর্যন্ত দেশটা হলো হিন্দু দেশ। এই হিন্দু দেশটাকে বলা হয় হিন্দুস্থান।

এই কথাটা আপনারা পুরানে পাবেন, কিছু প্রাচীন সাহিত্যেও পাবেন। দ্বিতীয়ত আপনি যদি ভাষা দিয়ে বিচার করেন, এই দেশটা সিন্দু নামে অববাহিকায় অবস্থিত। সিন্দু হলো এখানকার প্রধান নদ। এজন্য এই দেশটা হলো সিন্দুস্থান। এখানকার অনেক জায়গার লোকজন 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করতো। সেই

একইভাবে সিন্দু হয়েছে হিন্দু আর সিন্দুস্থান হয়েছে হিন্দুস্থান। আমি বলছিলাম যে, কোনো কিছু যোগ করা যাবে না; অর্থাৎ ধর্ম শাস্ত্রের কোথায়ও কোনো কিছু যোগ করা যাবে না। সেখানে পরির্বতন করার অধিকার আমাদের নেই। কারণ, ফল দেওয়ার মালিক আমরা কেউ নই; আমি এটুকুই বলেছিলাম।

ডা. জাকির নায়েক : এক মিনিট আমি এখানে একটা মন্তব্য করতে চাই। আপনি ডা. বিয়াসকে প্রশ্ন করলেন, তিনি এখানে হিন্দু শব্দটা সঠিক সংজ্ঞাটা বলেছেন। যে সব লোক বসবাস করে ইনডিয়ায় আমাদের এই হিন্দুস্থানে তবে এটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা। যদি এই সংজ্ঞাটা মানেন, তাহলে আমি একজন হিন্দু। আর ভাই আপনি প্রশ্ন করেছিলেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর কোথায়ও কি এই সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে? আমি কমপ্লিট রিলিজিওনের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, এমন কথা আমি কোথায়ও দেখিনি।

স্বামি বিবেকানন্দ এ ব্যাপারে একই কথা বলেছেন। হিন্দু শব্দটা একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা। তার মানে যে সব লোকজন হিন্দু নামের অববাহিকায় বসবাস করে; তবে এভাবে বললে আমি একজন হিন্দু। তবে এই ধর্মটা বলা উচিত বেদান্তবাদি ধর্ম। অর্থাৎ যারা বেদ মেনে চলেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করি, আপনি বলুন, আমি বলেছি ফতওয়া মানে মতামত; এ কথাটা ঠিক। এখন যদি কোনো জাজ বা বিচারক যদি তার আসনে বসে এই মতামতটা দেন তাহলে এইটাই হবে তার বিচারকের রায়। তাহলে ফতওয়া বিচারকের রায় হতেও পারে।

আর পবিত্র কুরআন উল্লেখ করা হয়েছে–

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ج اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا .

অর্থ : তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। তিনিই 'রাহমান', তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। (সুরা ফুরকানের : আয়াতে-৫৯)

অর্থাৎ যদি সন্দেহ থাকে তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো। কুরআনে যদি মেডিসিন নিয়ে কথা থাকে এবং সেটা ঠিক না বুঝতে পারলে আপনি ফতোয়া নেবেন একজন ডাক্তারের কাছে। কুরআন মেডিসিনের কথা বললে সেখানে ফতওয়া দেওয়ার অধিকার আমার আছে; কারণ আমি একজন ডাক্তার। এখানে মতামত দেওয়ার অধিকার আমার আছে। তবে যদি জিগা নিয়ে কথা বলেন

তবে এখানেও ফতোয়া দিতে পারি; কিন্তু সেটার কোনো মূল্য থাকবে না; এখানে ফতোয়া দেবেন ফকির। একইভাবে বিচারকের আসনে বসে যদি বিচাররক কোনো ফতওয়া দেন, তবে সেটাই হলো বিচারকের রায়। এক্ষেত্রে আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমার মতামতের কোনো মূল্য নেই।

প্রশ্ন-১৩. আমার প্রশ্নটা ডা. জাকির নায়েকের কাছে। আমরাতো তসলিমা নাছরিনের লজ্জা বইটার সম্পর্কে অনেক কথা বললাম। এখন আপনি কি সালমান রুশদীর দ্য স্যাটানিক ভার্সেস সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন একই রকম প্রশ্ন করলেন। আপনি বললেন আমরা তসলিমা নাছরিনের লজ্জা বইটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি; আপনি জানতে চাইলেন সালমান রুশদীর দ্য স্যাটানিক ভার্সেসের ব্যাপারে। এটা নিয়ে আমি একটা লেকচার দিতে পারি; তবে এখন দিচ্ছি না। বিচারের রায় যদি বলেন, এটাও আগের মতো এখানেও বিচারের রায়টা বদলাচ্ছে না; একই। এখন আমি যদি সালমান রুশদীর দ্য স্যাটানিক ভার্সেস বইটা নিয়ে কথা বলি তাহলে দেখবেন যে, সালমান রুশদী আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করেছে। নবীজীর স্ত্রীগণকে অবমাননা করেছেন।

তারা উম্মুল মু'মেনিন; তারা সকল মুসলিমের মা। এখন আমি এটা কখোনই বুঝতে পারিনি এই বইটাতে কি লিখা হয়েছে। সেটা নিয়ে কেউ কখনো কথা বলেনি, কেন আমি এখন এই সম্পর্কে বলবো? বলতে পারছি, কারণ এই বইটা আমি পড়েছি। আপনারা যদি পড়তে চান তাহলে লন্ডন বা আমেরিকায় যেতে হবে। সেখানে বইটি নিষিদ্ধ নয়; সেখানে আমি পড়েছিলাম। আমি এখানে বইটার সম্পর্কে সংক্ষেপে বলছি। মুসলিদের ছোট করার পাশাপাশি সালমান রুশদী ছোট করেছে তার রক্ষাকারীদেরকেও। লন্ডনের লোকজনকেও, ব্রিটিশ সরকার যারা তাকে রক্ষা করেছে তাদেরকেও সে ছোট করেছে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়। বইটার প্রথম অধ্যায় এক নম্বর পৃষ্ঠায় মানে তিন নম্বর পৃষ্ঠা। এখানে সে লন্ডনবাসীদেরকে ছোট করেছে।

বিশ্বাস করুন, শব্দটা আমি উচ্চারণ করতে পারবো না। একবার এক ধর্মযাজকের সাথে বিতর্কের সময় শব্দটার কথা এসেছিলো। আমি বাইবেলের উদ্বৃতি দিচ্ছিলাম। ২৩নং অধ্যায় ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– ড্যাস। আমি এখানকার শূন্যস্থান রাখলাম। আমি শব্দটা বলছি না ড্যাস....? সে ১০ প্রজন্মের আগে কোন সভায় উপস্থিত হতে পারবে না। এখানে একটা মজার ব্যাপার হলো ইংল্যান্ডের সরকারতো বাক স্বাধীনতার কথা বলে; লন্ডনের একটা নিউজ পেপারে

একটা রিপোর্টের কথা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালে ২২ মে লন্ডনে একজন লোককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। কি জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো? সালমান রুশদীদের জন্য না।

মিকি নামের আমেরিকার একজন অভিনেতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। মিকি মার্গারেট থ্যাচারের ব্যাপারে চার অক্ষরের একটা শব্দ বলেছিলো। শব্দটা আপনাদের সামনে বলতে পারবো না। এটা ফাদার, আংকেল, কাজিন, কিং। জানা না থাকলে জিজ্ঞেস করে নিন। চার অক্ষরের শব্দ দিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের পলিসির বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। তখন পার্লামেন্টের এমপিরা তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বলেছিলো। সালমান রুশদী সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছে, একই শব্দ; তবে সেটাকে একটিভ করে দিয়েছে, ইং যোগ করে সেটাকে একটিভ করে দিয়েছে। সে চার অক্ষরকে বানিয়েছে সাত অক্ষর।

আর শুধুমাত্র একটা পৃষ্ঠায়ই, সেই বইয়ে ২৭০ পৃষ্ঠায় একটা প্যারাগ্রাফে এই শব্দটা সে চারবার ব্যবহার করেছে। চার অক্ষরের সাথে ইং, যেন মার্গারেট থ্যাচারই এই কাজটা করেছেন। আর ব্রিটিশরা সেটা সুন্দরভাবে হজম করেছে। এমন একচোখা বিচার কেন? একজন আমেরিকান অভিনেতা চার অক্ষরের একটা শব্দ বললেন মার্গারেট থ্যাচারের পলিসি নিয়ে; আর এজন্য তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন; অন্যদিকে সালমান রুশদীকে রক্ষা করছেন। যারা সালমান রুশদীর পক্ষ নিয়ে ছিলেন তাদের কেউ আমেরিকার অভিনেতার পক্ষ নিলেন না কেন? এ রকম পক্ষপাতমূলক আচরণ কেন? এখানে শব্দটা সে এক্যটিভ করেছে, আর বইটা পড়লে দেখবেন, সেখানে এই শব্দটা আছে মোট ৫২ বার; সব মিলিয়ে ৫২ বার। আমি পড়ে বলছি চার অক্ষরে শব্দটা আছে পাঁচবার।

আপনি একটা তালিকাও করতে পারেন ইং এ, ইং আমেরিকান, এ রকম তালিকা বানাতে পারেন আপনারা। এছাড়াও সে প্রধানমন্ত্রীকে অবমাননা করেছে। সে সময় যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাকেও সালমান রুশদী অবমাননা করেছে। সেই বইতে সালমান রুশদী সেখানে কিছু নাম বানিয়েছে; সে বিভিন্ন চরিত্রের নাম দিয়েছে। তার একটা নাম হলো চামচা; একটা চরিত্রকে বলা হয়েছে চামচা। এ রকম অপমানজনক বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

মার্গারেট থ্যাচারকে বলেছেন ম্যাগি, তারপর সে লিখেছে টরচর। টরচর মানে কি জানেন? খেচা। সে লিখেছে টরচর; তার পর ফুলস্টপ। একটা শব্দ সেনটেন্স খুব সুন্দর। সালমান রুশদীর সাহিত্যের প্রতিভা আছে। আমি এখানে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। উনি প্রশ্ন করেছেন, দ্য স্যাটানিক ভার্সেসের ব্যাপারে। উনি জানতে চেয়েছেন সালমান রুশদীর বিচারটা কেমন হবে। বিচারের রায়টা আগের মতোই হবে। এখন আমি দ্য স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে বলছি; আপনার অনুমতি নিয়ে

বলছি- আপনাদের মধ্যে কতজন এই দ্য স্যাটানিক ভার্সেসের এই কথাগুলো জানতেন? ধরুন দুইজন বা তিনজন। এখানে অনেক জ্ঞানী লোক আছে, সবাইতো এটা জানে না।

আমি জানি মার্গারেট থ্যাচারকে লোকজন বলে 'আয়রন লেডি'। তার আবেগ কম এবং তিনি খুবই শক্ত মনের মানুষ। ঠিক আছে মানলাম; তাকে ম্যাগি বলা হলে বা স্ত্রী কুকুর বলা হলে তিনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু চিন্তা করেন, যদি তার ছেলের কাছে যান অর্থাৎ মার্কের কাছে এবং তার গিয়ে বলেন যে মার্ক ছালমান রুশদী বলেছেন আপনি একজন ..... তা পাচ অক্ষরের শব্দ; আমি শিওর সে অপমানিত হবে। সে তখন বাকস্বাধীনতা মানবে না।

ব্রিটিশরা হলো খুবই সংবেদনশীল। তবে একেকজনের সংবেদনশীলতা একেকরকম হয়ে থাকে। কিছু মানুষ হয় তো বিশেষ কিছু শব্দর বেলায় সেনসেটিভ। আপনারা রাস্তায় গেলে দেখবেন রাস্তা ঘাটে মানুষ একেকজনকে গালাগালি করছে। সালমান রুশদী তার বইয়ে এই শব্দ গুলোই লিখেছে। এছাড়া তার বইতে হিন্দি শব্দ আছে। রাস্তাঘাটে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় তা হয়তো কেউ কেউ তাকে তেমন কিছু মনে করে না। কারণ তাদের কাছে সেটা সংবেদনশীল কোনো বিষয় নয় বরং তা তাদের জন্য স্বাভাবিক বিষয়। তবে তাকে যদি সাধারন ভাষায় কিছু বলেন যেটা হয়তো কম অপমানজনক; যেমন বললেন, তার মা একজন পতিতা। তাহলে রাস্তার পাশের সে লোকটার কাছেও এটা খারাপ লাগবে।

প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। ব্রিটিশ সরকার বাকস্বাধীনতার কথা বললেও সে বিশ্বাস করে না। কারণ, আহমদ দিদাত বলেন, আমি তাদের বলেছিলাম আমাকে বিবিসিতে মাত্র পাঁচমিনিট সময় দেন, আমি শুধু সালমান রুশদীর কয়েকটা উদ্বৃতি দেব আর এই জন্য আপনাদের ৫০ হাজার পাউন্ড দেব; তারা রাজি হয়নি। এবিসি কর্পোরেট কর্পোরেশনও রাজি হয়নি। দিদাত বলেছেন ৫০ হাজার ডলার দেব। আপনারাতো বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন; আমি সালমান রুশদীর কয়টা উদ্বৃতি দেব আর তার বদলে ৫০ হাজার ডলার; তারা রাজি হয়নি। এই হলো সেখানের বাকস্বাধীনতার অবস্থা। আর বিচারের কথা যদি বলেন এখানেও তসলিমা নাসরিনের মতোই হবে ।

ফাদার প্যারেইরা : আমি এখানে কিছু কথা বলবো। এই কথাটা আগেও বলেছি যে, আয়াতুল্লাহ খামেনির ফতওয়াটা ক্ষমার অযোগ্য। পরে যে ফতওয়াটা দেওয়া হয়েছে সেটা আগের ফতওয়াকে বাতিল করে দিয়েছে; সেটা পাঁচ বছর পরে। এটা হয়তো পাঁচ সপ্তাহ পরে বলা উচিত ছিলো; কিন্তু সেটা বলা হয়নি। কারণ হলো পলিটিকস। এই কথা আমি বার বার বলছি; এই সব ধর্মীয় মৌলবাদের

পিছনে পলিটিসিয়ানদের হাত আছে। দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় সালমান রুশদী এখানে অনেক খানি দায়ী। সে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে উদ্ধত আচরণ করেছে। এখন দায়িত্ব পালন না করে যদি আপনি বাক স্বাধীনতা চান, তাহলে ফলাফল গুলোর মুখোমুখি আপনাকে দাড়াতে হবে। এই জন্য শুধুমাত্র অধিকার পেলেই চলবে না আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমি আপনাকে সবার সামনে অপমান করলাম তাহলে ফলাফলের জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সালমান রুশদী যে সরকারকে ছোট করেছে সেই তাকে রক্ষা করছে। আমি বলবো এই কাজটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। এখানে আপনারা দেখবেন যে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে তারা মনে করে যে কমিউনিজমের পতনের পর এখন তাদের এক নম্বর শত্রু হলো ইসলাম ধর্ম আর চরমপন্থি ইসলামিক মৌলবাদিরা।

কমিউনিজম এখন আর তাদের জন্য কোনো মিলিটারী হুমকী নয়; এখন হুমকী হলো চরমপন্থি ইসলাম। আপনারা তারপর এমনটা দেখবেন, ইরান। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। তাহলে আপনাদের বুঝতে হবে এই ধরণের মৌলবাদ আসলে সমাজের একটা বিশেষ গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে তোলে, যেটা বর্তমানের পশ্চিমা সেক্যুলার সমাজ পছন্দ করে না। এছাড়াও পশ্চিম এশিয়াসহ পৃথিবীতে এখন অনেক দেশ আছে যারা পশ্চিমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে; তারাও উপনেবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে। এখন তারা স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাড়াতে চায়; কিন্তু তারা সেটা পারছেনা।

আরবের অনেক দেশের অবস্থা একইরকম। আপনারা জানেন, ইতিহাস ঘাটলেই দেখতে পাবেন এ রকম অনেক দেশের কাছে আমেরিকা একটা শত্রু আর জজ বুশও একটা শত্রু। ইজরাইলকেও অনেকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীতে এ রকম বিশৃঙ্খলা চলছে। আর পশ্চিমা বিশ্বে এখন কমন শত্রু ইসলাম ধর্ম আর ইসলামিক মৌলবাদ। কিছুদিন আগেও এই শত্রুটা ছিলো রাশিয়া অথবা কমিউনিজম।

প্রশ্ন-১৪. আমার প্রশ্ন মিঃ শাহানীর কাছে। আমরাতো এখানে বাক স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছি। আমরা কথা বলছি মুক্ত আর স্বাধীন চিন্তা নিয়ে; আর তার উপর ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব নিয়ে। এখন আমরা সবাই সমালোচনা করতে পারি; বাক স্বাধীনতা মানেতো তার মধ্যে সমালোচনা আসতে পারে। এখানে কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্যটা জানতে চাই। আমাদের অধিকার আছে। তবে তার পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করতে হবে। দায়িত্ব পালন না করে মুক্তচিন্তাতো অন্যকে আঘাতও করতে পারে। এরকম হলে আমরা সেই কাজে সমালোচনা করতে

পারি। স্বাধীনতা মানে অন্যকে আঘাত করা নয়; কিন্তু এরকমতো আমরা প্রায়ই দেখি। আমরা অনেকেই স্বাধীনতার কথা বলি কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞান না থাকলে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তাই আমাদের সচেতন হতে হবে। এ ব্যাপারে আপনি কি মন্তব্য করবেন?

উত্তর : অশোক শাহানী : আমি আপনার কথাগুলোর সাথে একমত। এখানে আমি একটাই কথা বলবো যে, কোনো মানুষই আসলে সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। আমার মনে হয় এখানকার আধুনিক সমাজে এটাই এখন নিয়ম। আমার মতে সবকিছুরই সমালোচনা করা যায়, সবারই সমালোচনা করা যাবে অবশ্যই। হতে পারে সেটা ধর্ম, হতে পারে কোনো ব্যক্তি, অথবা হতে পারে যারা ক্ষমতায় আছে তারা। আর এটাইতো বাক স্বাধীনতা।

প্রশ্ন-১৫. আমি মিঃ সঞ্চালককে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমার ধারণা আপনি একজন সাংবাদিক; তাহলে প্রশ্নটা আপনার কাছেই। মি. অশোক শাহানী একটু আগেই বললেন যে, ইনডিয়ার সাংবাদিদের কারণে তসলিমা নাসরিনের জীবন এখন অনেক হুমকীর মুখে পড়েছে। এটার কারণ হলো- দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা। মাঝে মধ্যে আমরা সাংবাদিকদের এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজ করতে দেখি। এটার জন্য আপনাদের সাংবাদিকদের সমাজে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা আছে কি? সাংবাদিকদের কারণে অনেক সমস্যা তৈরি হয়। এই সব ক্ষেত্রে দায়ী লোকদের কোনো ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত। এমন সাংবাদিককে কি শাস্তি দিবেন?

উত্তর : সঞ্চালক (মি. গঙ্গাধর) : আমি পেশায় একজন সাংবাদিক; তবে এখানে আমি সঞ্চালক। আর সঞ্চালক সবসময় বলে নো কমেন্ট। এটাই আমার উত্তর।

প্রশ্ন-১৬ : আমার প্রশ্নটা ডা. বিয়াসের নিকটে। আপনি বলবেন কি, দলিতের ব্যাপারে হিন্দু শাস্ত্রে কি বলেছে?

উত্তর : ডা. বাসুদেব বিয়াস : একটি কথা স্পষ্ট করে বলি, আর তা হলো- হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে দলিত বলে কোনো শব্দ নেই; ইংরেজরা নিচু বর্ণের হিন্দুদের এই নাম দিয়েছিলো। আমাদের সমাজে বড় ভাই আর ছোট ভাই মানে এই অগ্রজ আর অন্ত্যজ একটা ব্যাপার আছে। এখানে অনেক কিছু কর্মের ফল। আপনি যদি ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্রণ সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমি সংক্ষেপে এতোটুকুই বলব- আমাদের ধর্মে কিছু কর্ম আছে এগুলো সব মানুষের জন্য এক। ক্ষুধা, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়, মৃত্যু এ রকম বেশ কিছু কাজ; এগুলোর ফলাফল সব মানুষে জন্য এক। তবে কিছু কিছু কর্ম আছে যেগুলোর ফলাফল পৃথিবীতে আলাদা রকম হয়। এখন ফলাফল পৃথিবীতে আলাদা আলাদা হয় মানে এই নয় যে, অমুক বড় আর

অমুক ছোট; এরা ভাল আর এরা খারাপ; এটা সম্মানজনক এটা অসম্মানজনক। সমাজের ভালোর জন্য এদের সবাইকে আমাদের প্রয়োজন। সমাজের জন্য যে কাজগুলো করা আবশ্যক, সেগুলোকে আমরা কখনো ছোট বা অপমানজনক ভাববো না।

আমি আরো একটা কথা বলবো- আমি একজন ডাক্তার। যে কোনো হাসপাতালে, যে কোন দাওয়া খানায় নিয়মটা কিন্তু এরকম না যে, রোগী সেখানে পছন্দ মতো তার ওষুধ বেছে নিচ্ছে। বরং সব জায়গায় নিয়ম হলো- রুগী সেখানে ডাক্তারের কাছে তার সমস্যার কথা বললে ডাক্তার তখন তাকে পরামর্শ দেয় যে, আপনার এই অসুবিধা হয়েছে, এই ওষুধ খেলে সমস্যাটা ঠিক হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্মে নিয়মটা আসলে এই রকম। আপনি যেটা সঠিক মনে করবেন, সেটাই করবেন; আর সেটাই আপনার জন্য কর্ম হয়ে যাবে আর তার ফলাফল পাবেন। ব্যাপারটা এই রকম। আপনি কি করবেন সেটা আপনার ধর্মশাস্ত্রই আপনাকে বলে দেবে। ভাল কর্ম করলে ভাল ফল পাবেন। এটা যাদের কাছে ভাল লাগে না বরং অপমানজনক মনে হয়; এসব কথা ভেবে যারা ক্ষোভ প্রকাশ করে, ওদের বলবো আপনারা ভুল করছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন না।

আমি আপনাদের আরেকটা উদাহরণ দিই। ধরুন আমার কাছে চারজন রোগী আসলো; এ জনকে গুলি দিলাম, একজনকে বড়ি দিলাম, আরেকজনকে পাউডার দিলাম, আরেকজনকে ওষুধটা যবরদস বানিয়ে দিলাম। আমার নিয়তটা যদি ঠিক থাকে, যে আমি চারজনের অসুখ ভাল করতে চাই তাহলে যার অসুখ গুলিতে ভাল হবে তাকে গুলি দিয়েছি, যার পাউডারে ভালো হবে তাকে পাওডার দিয়েছি, যারা যবরদসে ভাল হবে তাকে যবরদস দিয়েছি।

এখানে আপনি আমাকে পক্ষপাতিত্বের দোষ দিতে পারবেন না যে, ওকে যবরদস দিয়েছে আমাকে পাওডার দিয়েছেন কেন? কিন্তু নিয়ত খারাপ হলে দোষ দিতে পারেন। ধর্মশাস্ত্র আর ইশ্বর সম্পর্কে নিয়তকে আমি খারাপ মনে করি না। এখন কোন মানুষটার কোন জিনিষটাতে কল্যাণ হবে সেটা ইশ্বর বলেছে দিয়েছেন, মুনি, ঋষিরাও আমাদের বলে গিয়েছেন। এগুলো বিশ্বাস করলেই আমাদের কল্যাণ হবে। যদি মনে করেন কিসে কল্যাণ হবে সেটা আমিই বুঝবো, তাহলে ব্যাপারটা সেরকম দাওয়া খানার মতো হবে, যেখানে রোগী পছন্দ মতো ওষুধ নিয়ে চলে যাবে। এমতাবস্থায় রোগীর কি হবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

প্রশ্নকারী : এখন আপনি আপনার কর্মের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলুন।

ডা. বিয়াস : সেটাতো ব্যক্তিগতো প্রশ্ন হয়ে গেল। আপনি কি জানতে চাচ্ছেন? আমি এই কাজটা করি কি না?

প্রশ্নকারী : আমি জানতে চাচ্ছি আপনি ভাল করলে কল্যাণ পাবেন না করলে পাবেন না; সেখানে ধর্ম বিবেচনা করার দরকার কি?

ডা. বিয়াস : ঠিক আছে, আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি; তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি কি আমার সম্পর্কে জানেন? আমি কি করি, কি করি না? আরেকটা কথা, আপনাকে এখানে বিশ্বাস করতে হবে, আপনাকে মানতে হবে, আমি যদি ভাল কাজ করি তাহলে আমার কল্যাণ হবে, আর যদি ভাল কাজ না করি তাহলে আমার অকল্যাণ হবে। এর বেশি আপনার বা সবার জেনে কি লাভ আছে? আমি আপনাদের আরেকটা কথা বলি, আপনারা হচ্ছেন আস্তিক। আস্তিক হলে দাওয়াতটা পাবেন। আস্তিক তারা, যার ধর্মশাস্ত্র পালন করার চেষ্টা করে আর বেশি বেশি প্রার্থনা করে।

এখনকার দিনে এই আস্তিক হওয়ার দাওয়াতটা কেউ দিতে চায়না। তবে আমি আশা করি মানুষ যেন বেশিবেশি প্রার্থনা করে, এতে সবারই কল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণের ধর্ম হলো শিক্ষা গ্রহন করা আর শিক্ষা দেওয়া; অধ্যয়ন করা আর অধ্যাপনা করা; এগুলো একজন ব্রাহ্মণের কাজ, এগুলো এককজন ভাল মানুষের কাজ। এগুলো আমার করা উচিত। কাজগুলো না করলে সেটা আমার দোষ, সেগুলো হিন্দুশাস্ত্রের দোষ নয়। এই ফল আমি পাবো, হিন্দুশাস্ত্র বা অন্য কেউ পাবে না। আশা করি, আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছি।

প্রশ্ন-১৭. আমার প্রশ্ন ডা. নায়েকের কাছে। তসলিমা নাছরিন এই কথা বলেছে যে, কুরআন বলছে– "স্ত্রীরা তোমাদের চাষের জমির মতো তোমরা যেভাবে খুশি গমন করো।" এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্যটা জানতে চাই।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : আমিও একমত। তসলিমার নাছরিনের এই মন্তব্যটা আমি পড়েছি। সেখানে সে বলেছে যে, পবিত্র কুরআন বলা হয়েছে- 'স্ত্রীগণ তোমাদের শষ্যক্ষেত্র' সরি! শষ্যক্ষেত্র, না তসলিমা নাছরিন এটা বলেনি, এটা আছে পবিত্র কুরআনে। সে বলেছে স্বামীদের জন্য স্ত্রীরা হলো চাষের জমি। কুরআন শষ্যক্ষেত্রের কথা বলেছে। তবে দুটোর অর্থ মোটামুটি একই রকম।

তসলিমা বলেছে যে, এই কথাটা কুরআনে আছে। সে কোনো রেফারেন্স দেয়নি যে, স্বামীদের কাছে তাদের স্ত্রীরা চাষের জমির মতো; তোমরা যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পারো। এটা ছাড়াও সে বলেছে যে, মহিলাদের একধরনের সম্পত্তি হিসাবে ধরা হয়। এখানে কুরআন থেকে সূরা ইমরানের উদ্ধৃতি দিয়েছে যে, মহিলা, সোনা, এসব কিছুই সম্পদ। নারী, সন্তান, সোনা আর ঘোড়া সম্পদ। আবার সে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছে। সে এখানে পুরো আয়াতটার কথা বলেনি।

সে এখানে সূরা আলে ইমরানের ১৪ নং আয়াতের কথা বলছে; যেখানে বলা হয়েছে যে–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

অর্থ : নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে।

এখানে নারী তথা স্ত্রী বা কন্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কোন পুরুষ আছে যে, ভাল স্ত্রী নিয়ে গর্ব করে না? আর আছে সন্তানের কথা। কোন বাবা তার সন্তানকে নিয়ে গর্ব করে না? কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে গর্ব করে না, আর কোন স্ত্রী তার স্বামী নিয়ে গর্ব করে না? যদি ভাল হয়? তাহলে কুরআন কোথায় তাদের সম্পত্তি বললো?

এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দেই যে, কুরআন বলছে- স্ত্রীরা স্বামীদের জন্য চাষের জমি; সে কোন রেফারেন্স দেয়নি। এখন আমি কুরআনের কোথায় খুঁজবো? কোথায় একথাটা লিখা আছে যে, "স্ত্রীরা স্বামীদের জন্য চাষের জমি?" সে এখানে পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ২২৩ নং আয়াতের কথা বলেছে। তবে উত্তর দিতে গেলে এর আগের আয়াতটাও দেখতে হবে। সুরা বাকারার ২২২ নং আয়াত দেখে তারপর ২২৩ নং আয়াত দেখতে হবে। ২২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

অর্থ : লোকে তোমাকে রক্ত:স্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উহা অশুচি।' সুতরাং তোমরা রক্ত:স্রাবকালে স্ত্রী-সংগম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করবে না। অত:পর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।

এ ব্যাপারে একজন ডাক্তার বলবেন, যদি রক্ত:স্রাবের সময় স্ত্রী সহবাস করেন এতে স্ত্রী কষ্ট পাবে, আর এতে অনেক অসুখ-বিসুখ হতে পারে। এতে স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই ক্ষতি হতে পারে।

পবিত্র কুরআন খুবই বৈজ্ঞানিক, আর সেজন্যই বলছে রক্ত:স্রাবের সময় তোমরা স্ত্রী সহবাস করো না।

ঠিক তার পরের আয়াতে বলা হয়েছে, সুরা বাকারার ২২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে–

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ -

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে যাচ্ছো এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও।

এখানে বলা হচ্ছে- তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র; অতএব যেভাবে ইচ্ছে করো সেভাবে গমন করো; যেভাবে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন এখানে বলছে রক্ত:স্রাবের সময় স্ত্রী সহবাস করো না; এছাড়া তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। তোমরা চাইলে যেভাবে ইচ্ছে গমন করো, তারাও যে ভাবে ইচ্ছে গমন করবে। ক্ষতি কোথায়? এটা ভুল উদ্বৃতি। যেন মহিলারা একধরনের সম্পত্তি। এই আয়াতটার সাথে আগের আয়াতটারও সম্পর্ক আছে। আগের আয়াতে আছে রক্ত:স্রাবের সময় স্ত্রী সহবাস করা যাবে? কুরআন বলছে না; এটা দু'জনের জন্য ক্ষতিকর। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন-১৮. ডা. বিয়াসকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ডা. বিয়াস তখন বললেন যে সিক্যুলারিজম মেনে চললে আমাদের সমস্যা সমাধান হবে না। আপনি সনাতন ধর্ম মেনে চলেন; সনাতন ধর্মকেও একধরনের মৌলবাদ বলা যায়।

উত্তর : ডা. বাসুদেব বিয়াস : আমরা এখানে বাক স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছি; এখানে প্রশ্ন করার স্বাধীনতাও থাকতে হবে, সকলেরই থাকা উচিত। দয়া করে আপনি প্রশ্নটা আবার করুন।

প্রশ্নকারী : ডা. বিয়াস, আপনি তখন বললেন যে সেক্যুলারিজম মেনে চললে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। "আপনি সনাতন ধর্মের অনুসারী, সনাতন ধর্ম মেনে চলেন" এই কথাটা দিয়ে আপনি বুঝিয়ে দিলেন যে, সনাতন ধর্মকেও

একধরনের মৌলবাদ বলা যায়, সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে। তাহলে মুসলিম মৌলবাদিদের দোষ দিচ্ছেন কেন?

ডা. বিয়াস : আপনার প্রশ্নের তিনটা অংশ। প্রথম পয়েন্টা ঠিক আছে প্রথমে বলি সেক্যুলারিজম নিয়ে। এটার বিপরীত শব্দ কিন্তু ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ নয়; সেক্যুলারিজম শব্দের বিপরীত হলো- ধর্মে বিশ্বাস করা, ইশ্বরকে বিশ্বাস করা, মৃত্যুর পরের জীবন বিশ্বাস করা, এখনকার কাজের জন্য একজনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে সেটাকে বিশ্বাস করা; এগুলোই হলো সেক্যুলারিজমের বিপরীত ধারণা। যদি এগুলো মেনে নেন তাহলে সমস্যাগুলো সমাধান হবে, আর যদি এগুলো মেনে না নেন তাহলে সমস্যা সমাধান হবে না।

আমি বলছিনা মৌলবাদ দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করা যায়। এটা প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে- আমি কিন্তু মুসলিম বা ইসলামিক মৌলবাদকে কখনো সেভাবে সমালোচনা করিনি। যদি ডা. জাকির নায়েকের কথা ঠিক হয়; ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ সম্পর্কে যেটা বললেন- "মৌলবাদ মানে হলো, আপনি ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো জানেন আর মেনে চলেন। আদেশ আর নিষেধগুলো মেনে চলেন" এই যদি হয় মৌলবাদের সংজ্ঞা, তাহলে আমি উনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এই মৌলবাদ মোটেও খারাপ না। এই ধরনের মৌলবাদকে সবাই স্বাগত জানাবে। এখানে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো- অনেক ভাল জিনিসকেই অপব্যবহার করা হয়।

আমাদের চারপাশে অনেক কিছুকেই অপব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলাম আর মৌলবাদকে অপব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি ভাল কাজ করতে পারেন, খারাপও করতে পারেন। ইশ্বরকে অপব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে দায়ী হলো সেই লোক, যে, ধর্ম বা মৌলবাদকে অপব্যবহার করছে। ধর্ম এখানে কাউকে বাধা দিচ্ছে না। এখানে ধর্মীয় মৌলবাদ কোনোরকম বাধা হয়ে দাড়াছে না; বাধা হলো ধর্মের অপব্যবহার। এ রকম অপব্যবহার হলেই সেগুলো বাধা হয়ে দাড়ায়। গণতন্ত্রের অপব্যবহার হলে কি হয়, আপনার জানেন; সেক্যুলারিজমের অপব্যবহার হলে কি হয়, আপনারা তাও জানেন। ধন্যবাদ।

সঞ্চালক : ধন্যবাদ। আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। শুভরাত্রী।